



বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এখন
আমজনতার... পৃ. ৬

UNICAL

ইউনিক্যাল



চলচ্চিত্র উৎসবে সেরার সেরা
বাংলাদেশের ছবি ... পৃ. ৫

সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

Not for sale

২০২১-২৩

সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ

স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষ,

তৃতীয় সেমিস্টারের ছাত্র-ছাত্রীদের

তৈরি ল্যাব জার্নাল



প্রথম



দ্বিতীয়



তৃতীয়



চতুর্থ



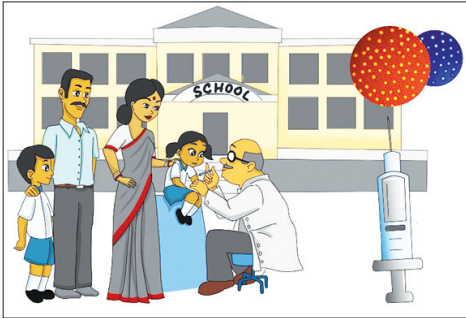
পঞ্চম



ষষ্ঠ

সময়ের সঙ্গে বদলে গিয়েছে
বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলমোহর। প্রথমটি
১৮৫৭ সালে, দ্বিতীয়টি বিংশ শতকের
প্রথম দিকে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমটি
১৯৩০-এর দশকে। পরে পঞ্চমটি
সামান্য পরিবর্তন করে ষষ্ঠ সিলমোহর।

সাইটুন



সাইটুন (Scitoun অর্থাৎ Science + Cartoon)।
বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার নতুন বিষয়। ছ'র
পরিসংখ্যান বলছে, হাম এবং রুবেলা ভাইরাসে
প্রতিবছর বহু শিশুর প্রাণহানি ঘটে। ভাইরাস
প্রতিরোধের একমাত্র অস্ত্র ভ্যাকসিন। তাই ২০২৩
সালে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে এম আর টিকাকরণ।
আর এই টিকা নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে এই
সাইটুন। তৈরি করেছে মিহিকা শ্রীমাণী।

এক নজরে

গুগল ডুডল বয়



■ ২০২২ সালে শিশু দিবস উপলক্ষে গুগল-এর
তরফ থেকে ভারতে আয়োজিত 'ডুডল ফর গুগল'
প্রতিযোগিতায় সেরার শিরোপা পেল বাংলার শ্লোক
মুখার্জি। নিউটাউনের বাসিন্দা শ্লোক, বেসরকারি
স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। ভারতের বৈজ্ঞানিক
অগ্রগতিকে তুলে ধরার ছিল তার গুগল ডুডলের
বিষয়। স্কলারশিপ দেওয়া হয় গুগলের তরফে।

নয়া দিশা

■ চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রতিষেধক তৈরির পথে
যুগান্তকারী ঘটনা। আবিষ্কার হলো মানুষের মগজের
কার্যক্ষমতা লোপকারী রোগ আলঝাইমারের
প্রতিষেধক 'লেকানোমাব'। এটি মগজের কার্যক্ষমতা
হারানোর গতিকে ধীর করতে সাহায্য করে। এই
রোগের প্রাথমিক লক্ষণযুক্ত প্রায় ১ হাজার ৭৯৫
জন স্বৈচ্ছাসেবী অংশ নেন এই গবেষণায়। তাদের
একবার করে লেকানোমাব দেওয়া হয়। টানা ১৮
মাসের চিকিৎসায় ওষুধটি রোগীর যেভাবে মস্তিষ্কের
কার্যক্ষমতা লোপ পায় তার গতিকে এক চতুর্থাংশ
কমিয়ে দিতে পেরেছে।

সর্বকালের সেরা



■ ২০২২ এর ২২ অক্টোবর ইন্টারন্যাশনাল
ফেডারেশন অফ ফিল্ম ক্রিটিকস-এর (FIPRESCI)
তরফে সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'-কে
সর্বকালের সেরা ভারতীয় সিনেমা হিসাবে ঘোষণা
করেছে। এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন সংস্থার ৩০
সদস্য। ভোটদান হয় গোপনে। ফলাফলেই সত্যজিৎ
রায়ের ১৯৫৫ সালের অমর সৃষ্টি 'পথের পাঁচালী'র
বিশেষ সম্মান।

-সংকলক : শ্রুতি দাস।

৭৫-এর পথে... সাংবাদিকতা বিভাগ

১৯৫০ এর ৭ অক্টোবর। শনিবার। শুধু দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং বা
কলেজস্ট্রিট ক্যাম্পাস নয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুকুটে যুক্ত
হয়েছিল এক নতুন পালক। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও
তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় সেদিন দ্বারভাঙ্গা হলে
আয়োজিত সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন সাংবাদিকতা
পাঠক্রমের। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপাচার্য শম্ভুনাথ ব্যানার্জি ছাড়াও
উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিকতা জগতের দিকপালরা—চপলাকান্ত
ভট্টাচার্য, বিধুভূষণ সেনগুপ্ত, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, মৃণালকান্ত
বসু প্রমুখ। সেদিনের সেই মহতী উদ্যোগ তারপর থেকে অনেকটা
পথ পাড়ি দিয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা কোর্সের
সূত্রপাতের ৭৫ বছর হতে বেশি দেরি নেই।

ভারতীয় উপমহাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে সাংবাদিকতা পাঠক্রমের
ইতিহাসে উপমহাদেশের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগকে এক
কথায় অবিস্মরণীয় বলা যায়। নেহরু সরকার নিযুক্ত প্রথম প্রেস
কমিশনের (১৯৫২-৫৪) প্রতিবেদনেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
সাংবাদিকতা কোর্সের সপ্রশংস উল্লেখ রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে সাংবাদিকতার প্রাতিষ্ঠানিক পাঠক্রমের ধারণার
উদ্ভব বিশ শতকের প্রথম দিকে। আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে
সাংবাদিকতা কোর্স শুরু হয় ১৯১০ সালে। সংবাদপত্র মালিক
জোসেফ পুলিৎজারের আর্থিক সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয় এই উদ্যোগ
নেয়। গণপ্রচারিত সংবাদপত্রের সূত্রে সংবাদপত্র বাণিজ্যের ব্যাপক
প্রসার পেশাদার প্রশিক্ষিত সাংবাদিকদের চাহিদা প্রবলতর করে।
ফলে সাংবাদিকতার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাক্রমের চাহিদা তৈরি হয়।

আমেরিকা এবং ইউরোপে এই ব্যবস্থার প্রচলনের সূত্রে ভারতেও
অনুরূপ শিক্ষাক্রম পত্তনের প্রস্তাব উত্থাপিত হতে থাকে। ১৯১৬
সালের অক্টোবরে 'হিন্দুস্তান রিভিউ' পত্রিকায় স্যার নারায়ণ গনেশ
চন্দ্রভারকর এবং ডিসেম্বরে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'মডার্ন রিভিউ'
পত্রিকায় প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরের পাঠ্যক্রমে সাংবাদিকতাকে
সংযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। ১৯২০ সালে
অ্যানি বেসান্তের উদ্যোগে এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আচার্য পদে
দায়িত্ব থাকাকালীন মাদ্রাজের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ইংরেজি
বিভাগের অধীনে সাংবাদিকতার একটি কোর্স চালু হয়েছিল। যদিও
সেই কোর্স পাঁচ বছর চলতে না চলতেই বন্ধ হয়ে যায়।

(এরপর তিনের পাতায়)



নিউটাউনে দ্রুত নতুন ক্যাম্পাস 'চাকরিমুখী নতুন বিষয় শুরুর চিন্তাভাবনা চলছে'



উপাচার্য অধ্যাপক ড. আশীষকুমার চট্টোপাধ্যায়

উপাচার্য-এর সাক্ষাৎকারে

সাক্ষী গাঁতাইত ও সৌরপ্রভ চ্যাটার্জী

■ বিশ্ববিদ্যালয় এবং একের পর এক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রায়
সমার্থক হয়ে গেছে – এটা কীভাবে সম্ভব হল?

▶ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিভাগ, শিক্ষক-অশিক্ষক
কর্মীবৃন্দ ও ছাত্রছাত্রী, সকলের যৌথ প্রয়াসেই এটা সম্ভব হয়েছে।
এই ধরনের স্বীকৃতি তো বেশ কিছু তথ্যের মাপকাঠিতে দেওয়া
হয়, সেই সব তথ্য সংগ্রহ করা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে
উপস্থাপনার কাজটা আমাদের তরফে একান্তিক এবং নির্ভুল ভাবে
করা হয়েছে বলেই আজকের এই নজরকাড়া সাফল্য।

■ আগামী কয়েক বছরের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
নতুন আর কী করার পরিকল্পনা রয়েছে?

▶ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে নানা বহুমুখী পরিকল্পনা তো
রয়েছেই। এর মধ্যে নিউটাউনে নতুন ক্যাম্পাস তৈরির কাজ
অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। একটা বাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে, অন্যটার কাজ কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হবে। আশা করা যায়,
আগামী এক থেকে দুই বছরের মধ্যে নতুন ক্যাম্পাস সচল হয়ে উঠবে। পাশাপাশি, বেশ কিছু নতুন কোর্স এবং বিষয় পড়ানো শুরু
করার কথাও আলোচনার পর্যায়ে আছে। আমরা এমন সব বিষয়ের ওপরেই জোর দেওয়ার কথা ভাবছি যা ছাত্রছাত্রীদের চাকরি
পেতে ও ভালো ভাবে কাজ করতে সাহায্য করবে, সেই সঙ্গে তত্ত্বগত

(এরপর তিনের পাতায়)

বস্তুনিষ্ঠতা মেনেই হোক সাংবাদিকতা ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাস চালুর ভাবনা

রেজিস্ট্রার-এর সাক্ষাৎকারে

আকাশ মাঝি ও অদিতি তালুকদার

প্রায় দেড় বছর করোনা আবহে দেশের বাকি শিক্ষা
প্রতিষ্ঠানগুলোর মতোই বন্ধ ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও,
থেকে থাকে সমস্ত কাজকর্ম। তবে এখন জোরকদমে চলছে
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানসহ বাকি অন্যান্য কাজও। রেজিস্ট্রার
ডঃ দেবশীষ দাস মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল নতুন
একটি বিভাগ চালু করার পরিকল্পনাও রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়
কর্তৃপক্ষের। তিনি জানিয়েছেন এই বিষয়টি সম্ভবত উচ্চমানের
তালিকায় যেসকল বিষয়গুলি রয়েছে তার মধ্যে কোনো একটি
বিষয় সম্পর্কিত হতে পারে। তবে নতুন বিভাগ এফুনি হয়তো
চালু হচ্ছে না বরং এই মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রধান
মনোযোগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউটাউনের নতুনতম
শাখার দিকে। অভিনব বেশ কিছু সুবিধা থাকায় সেখানে কলা



রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. দেবশীষ দাস

বিভাগ থেকে শুরু করে বাণিজ্য এবং বিজ্ঞান বিভাগও পড়ানো
যেতে পারে বলে জানিয়েছেন রেজিস্ট্রার মহাশয়। প্রসঙ্গত,
তিনি আরো জানিয়েছেন বর্তমানের হোস্টেল ব্যবস্থার
পাশাপাশি

(এরপর তিনের পাতায়)

শিখর থেকে শিখরে ওঠার স্বীকৃতি



সৌরপ্রভ চ্যাটার্জী

১৮৫৭ সালে পথচলা শুরু কলিকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়ের। ভারতীয় উপমহাদেশের
প্রথম আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় এটি।
তারপর পেরিয়ে গেছে দেড়শো বছরেরও
বেশি সময়। নানা উত্থান পতন ও
পটপরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে
গিয়েছে ঐতিহাসিক এই প্রতিষ্ঠান। গত
কয়েক বছরে একের পর এক সাফল্যের
শিখরে থাকার স্বীকৃতি অর্জন করেছে
বিশ্ববিদ্যালয়। এরই মাঝে ২০২৩ সালের
টাইমস হায়ার এডুকেশন (টিএইচই)
ইমপ্যাক্ট যাক্সিং-এ নজরকাড়া স্থান অর্জন
করল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশেষত
বাণিজ্য ও অর্থনীতি, জীবন বিজ্ঞান,
সমাজ বিজ্ঞান, কম্পিউটার সায়েন্স,
ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ভৌত বিজ্ঞানের
নিরিখে বিশ্বের বহু বিশ্ববিদ্যালয়কে ফেলে
রেখে সামনের সারিতে উঠে এসেছে

কলিকাতা। এই উন্নতির উজ্জ্বলতা এক
বছরের নয়। কারণ, ২০২২ সালেও
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় টাইমস সংস্থার
এই যাক্সিং-এই দেশের সমস্ত কেন্দ্রীয় ও
সরকার পোষিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে
উন্নয়নের নিরিখে প্রথম স্থান অধিকার
করেছিল। ২০২১-এর ফলও ছিল
নজরকাড়া। অন্যদিকে, ইন্ডিয়া টুডে দ্বারা
প্রকাশিত ভারতের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়
সমীক্ষা ২০২২-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ভারতের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ষষ্ঠ
স্থান অধিকার করে। ওই সমীক্ষায়
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সমস্ত
সরকার পোষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেও
প্রথম স্থান অধিকার করে। এখানে
উল্লেখ্য, সারা দেশের সমস্ত সরকারি
বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শেষ ৩ বছরে
পিএইচডি ডিগ্রি প্রদানের ক্ষেত্রে

(এরপর তিনের পাতায়)

6 Ronnagram! Earth's new weight

Sreejita Das

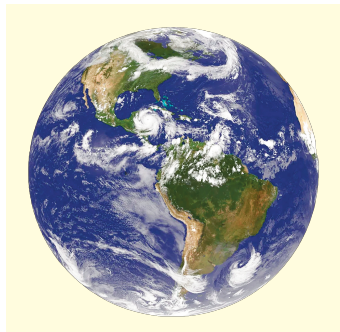
This marks the first time in over 30 years that a new prefix has been incorporated into the International System of Units (SI), the universally accepted standard for the metric system.

The International System of Units (SI) - the world's most widely used system of measurement - has recently voted to add new metric prefixes to the base units for the system. The new metric prefixes include the 'ronnagram', which is equal to 10^{30} kilograms.

This new prefix is being used to describe the mass of the Earth, which is now officially 6 ronnagrams. This is an incredibly large number; for perspective, it is roughly equal to the mass of

10 billion billion African elephants.

This is the first occasion in more than thirty years that brand-new prefixes have been added to the International System of Units (SI), the accepted global standard for the



metric system. Joining the ranks of well-known prefixes like kilo and milli are ronna and quetta for the largest numbers - and ronto and quecto for the

smallest. The change was voted on by scientists and government representatives from across the world attending the 27th General Conference on Weights and Measures, which governs the SI and meets roughly every four years at Versailles Palace, west of Paris.

The newly adopted metric prefixes are expected to have an immediate and substantial impact on the scientific community. The new prefixes will allow for a more accurate measurement of the Earth's mass, (which is currently approximately 6 ronnograms). In addition to providing more accurate measurements of large and small quantities, the new metric prefixes will also make it easier to communicate complex scientific data.

বাংলার বাপ্পা দেশের দ্বিতীয়

অদিতি হীরা

ইটের পর ইট গেঁথে বাড়ি তৈরি করে দেন তাঁর বাবা গোপাল সাহা। সংসারে অভাব নিতাসঙ্গী। কিন্তু, দারিদ্র্যতার দোহাই দিয়ে মেধার সঙ্গে বোঝাপড়া করেননি আলিপুরদুয়ারের বাপ্পা সাহা। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরিচালিত ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল সার্ভিস পরীক্ষায় সর্ব ভারতীয় স্তরে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে সে। ২৩ বছর বয়সেই এই বাপ্পার



সাক্ষ্য দেশ ও রাজ্যের গর্ব। বাংলা মাধ্যমেই পড়াশোনা তাঁর। চরম দারিদ্র্যতার মধ্যেও বাপ্পা নিজের চেপ্টায় পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছে। সে আলিপুরদুয়ার তথা রাজ্যের গর্ব। আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন প্রত্যন্ত দক্ষিণ মাঝেরডাবরির বাসিন্দা বাপ্পার সর্বভারতীয় স্তরে এই নজরকাড়া সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তাঁর পরিবার সহ আলিপুরদুয়ারের সমগ্র শিক্ষাজগৎ। প্রথমবার পরীক্ষায় বসে তাঁর এই সাফল্য। একটা দীর্ঘ সময় গোপাল বাবুর বাড়িতে বিদ্যুৎ ছিল না। এরমধ্যেই ২০২০ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি বিদ্যায় স্নাতক। এখিকালচার স্ট্যাটিস্টিক্স অর্থাৎ কৃষি রাশিবিজ্ঞান নিয়ে এম.এস.সি করার জন্য নতুন দিল্লির ইন্ডিয়ান এখিকালচার ইন্সটিটিউটে ভর্তি হয়। সেখান থেকেই পরীক্ষার ভাবনা শুরু এবং আজ দেশে দ্বিতীয় হয়ে ওঠা।

ঐতিহ্যের স্বীকৃতি গামোসা-র জি আই ট্যাগ

শ্রেয়া দাস

'গা ধুই পানী টুকা কাপড়, এতেকে তামোস বন্ধা বা মুরত মরা সুরু কাপড়', গামছা সম্পর্কে এই উক্তিটি করেছেন অসমীয়া পণ্ডিত হেমচন্দ্র বড়ুয়া। অসম বললে প্রথমেই আমাদের মনে আসে পাহাড় ঘেরা অপার সৌন্দর্য, বিহু উৎসব, চা বাগান আর লাল-সাদা রঙের গামছা যা আঞ্চলিক ভাষায় "গামোসা"। অতি সম্প্রতি এটি জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন অর্থাৎ জিআই ট্যাগ পেয়েছে। এর ফলে ভৌগোলিক স্বত্ব সুরক্ষিত হয়েছে। স্বীকৃতি লাভ করেছে অসমের গামছার ঐতিহ্য। এই বিশেষ ধরনের গামছা হলো অসমীয়াদের



এই নামের আক্ষরিক অর্থ হল কোনও বস্ত্র দ্বারা শরীর মোছার কাজ। গামছাকে মুকচা, গামচা ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। অসমীয়া গামছার বিশেষত্ব হল চারিদিকে রঙিন সূতের বোনা সাদা দীর্ঘ কাপড়। পাড়ে মূলত লাল রঙের সূতো দিয়ে নানা ধরনের শৈল্পিক কারুকর্ম

থাকে। এটি রেশম সূতো দিয়ে তৈরি হয়। আবার অনেক সময় পাট ইত্যাদি থেকেও তৈরি হয়। অসমীয়া গামছা বাংলা, উড়িষ্যা ব্যবহৃত গামছার থেকে আলাদা। সেগুলো পাতলা অমসৃণ সূতের তৈরি। এর মধ্যে নকশা থাকে না এবং নানা রঙের সমন্বয় তৈরি হয়। বাংলাদেশেও গামছা বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ২০১৭ সালের অক্টোবরে অসম সরকারের পক্ষ থেকে আবেদন করা হয় তাদের গামছাকে জিআই ট্যাগ দেওয়ার জন্য। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে ২০২২ এর ১৪ ডিসেম্বর দেশের একটি ঐতিহ্য স্বীকৃতি পেল। এর ফলে উপকৃত হবেন অসমের গামছা শিল্পের সাথে যুক্ত শিল্পীরা এবং অসমের পর্যটন শিল্প।

India's first and cheapest anti cervi-cancer vaccine launched

Sayantika Dutta

The month of January holds significant value to the field of medical science as it serves as the Cervical Cancer Awareness Month. Although it is the second most prevalent cancer among women in India, the mass concern regarding Cervical cancer is almost non-existent. One of the recent developments regarding this matter is 'Cervavac', India's first indigenously developed HPV (Human Papilloma Virus) vaccine. This denotes as a critical step forward, especially in India, as HPV vaccines are nearly 100% effective against four different strains - 6, 11, 16 and 18.

The importance of this particular vaccine lies in the fact that this is indigenously developed and manufactured, hence the vaccines will be much



'Cervavac', India's first indigenously developed HPV (Human Papilloma Virus) vaccine.

cheaper and accessible to the people. Before this only two other international vaccines were available - Gardasil vaccine and Cervarix. Both costing between Rs 4000- Rs

6000 per dose. On the other hand, Cervavac will be manufactured by Serum Institute of India (SIL), which is going to cost around Rs 400 per dose.

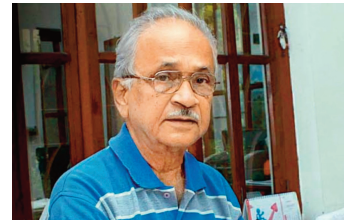
Although the vaccine will be available to the general public from April 2023, the question that still needs to be addressed is how willing the people would be to take the jab. It is not an unknown fact that HPV is a sexually transmitted virus and how sex education as well as health education is still an illusion or a taboo in India. More so, when in the recent past India has witnessed a huge reluctance regarding Covid-19 vaccination, which not to mention was provided to the public free of cost.

Posthumous Padma Award For ORS Pioneer of Bengal

Samrat Chakraborty

It's 1971, East Pakistan is fighting West Pakistan along with the help of India for their liberation. Tens of millions of people are crossing the Bengal borderline in search for a safe haven. Shelters and Medical Camps have been built to treat the Refugees. The refugee camps are flooding with Cholera and Diarrhoea patients. Doctors and nurses are putting their 100% out to save the people but many lacks the necessary skills for Intravenous Therapy, the only treatment to cure Cholera and Diarrhoea at that time.

In one such camp near Bongaon, West Bengal, A Doctor came up with an idea to infuse Salt, Sugar along with Water and store them in large containers and give the to the patients. Maintaining this process the fatality rate



quickly decreased to 2% from 15%-20% of the other camps.

Fast-forward to today, Oral Rehydration Solution (ORS) is a everyday household medication. And behind this time changing medication lies a Bengali name which everyone may not be acquainted of. Dr. Dilip Mahalanbis, a renowned doctor from West Bengal who passed away on 16th December 2022. On 26th January 2023, he has been awarded with the prestigious Padma Vibhushan posthumously, the country's second highest civilian award.

He was awarded the Pollin

Prize by Columbia University (equivalent to Nobel Prize in Paediatrics) for his work in developing Oral Rehydration Therapy (ORT).

Dr. Mahalanbis was appointed by WHO and in between 1975-1979 deployed in Afghanistan, Egypt and Yemen for Cholera control. During 1980s he worked as a consultant for WHO on research on management of bacterial diseases.

While initially, the medical fraternity was septical, the WHO eventually adopted ORS as the standard method for treating cholera and other diarrhoeal diseases. Today, the WHO recommends a combination of sodium chloride, anhydrous glucose, potassium chloride and Trisodium citrate dihydrate as the ORS formula. In India, July 29 is observed as ORS Day.

Bengal witnesses severe coastal corrosion

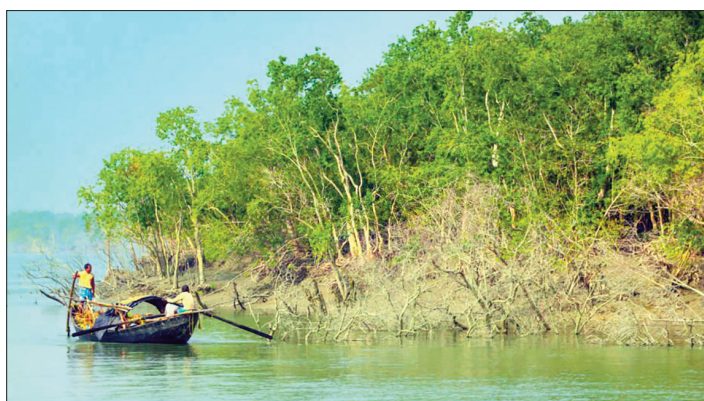
Nourin Sultana

West Bengal experienced the most significant coastal erosion between 1990 and 2016, followed by Puducherry, Kerala, and Tamil Nadu, according to a national survey of India's coastline. Reputed journal on environment 'Down to Earth' reported this.

The National Centre for Coastal Research (NCCR), a part of the Ministry of Earth Sciences between 1990 and 2016, recently

claimed that 33% of India's coastline experienced erosion, while 29% grew.

The coastline of India has changed significantly over the past 26 years, according to the report, which was written to evaluate long-term shoreline changes. The survey which was conducted across nine coastal states and two union territories and excluded the coastline observations were made for the years 1990, 2000,



2006, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, and 2016. While 2,533 km, or 38% of

the country's shoreline, remained stable, 2,156 km had eroded, and the

remaining 1,941 km had grown over 26 years, according to the survey.

An analysis of each state's coastline reveals that West Bengal had the highest percentage of eroded coastline, with up to 63% of the coastline's 534 km being lost to erosion. Tamil Nadu (41%), Kerala (45%), and Puducherry (57%) are the next states after West Bengal.

The coastlines are dynamic and change over time gradually. The survey

also briefly describes anthropogenic causes like construction, mining, and dredging of coastal areas. Natural causes like tides, storms, wind, and sea levels all have an impact.

While Odisha's coastline has grown by about 282 m, or 51% of its total length, Andhra Pradesh's coastline has grown by about 434 km or 42% of its total length. At rates greater than 5% annually, the coast is accreting on about 8% of its surface.

চাকরিমুখী নতুন কোর্স

(প্রথম পাতার পর)

পড়ালেখার সঙ্গেই নানাবিধ ব্যবহারিক দিকসম্পন্ন বিষয় শুরু করার পরিকল্পনাও রয়েছে।

■ বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্মানেন্ট প্লেসমেন্ট সেল-এর উন্নতিতে কী পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভাবছেন?

► আমাদের প্লেসমেন্ট অফিসার-এর পদ তৈরি হওয়ার পর থেকে পার্মানেন্ট প্লেসমেন্ট সেল-এর কাজকর্ম অনেকটাই বেড়েছে। গত শিক্ষাবর্ষে হওয়া প্লেসমেন্টের ফলাফলও যথেষ্ট ভালো। বহু ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন ভালো সংস্থায় চাকরি পেয়েছে এবং পাচ্ছে। এটা যাতে আরও ভালো ভাবে কাজ করতে পারে, আরও বেশি সংস্থাকে যাতে এর অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং শিক্ষার্থীদের কোর্স শেষ হওয়ার পর অন্তত কর্মজীবনের একটা নিশ্চয়তা দেওয়া যায়, আপাতত সেটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

■ গবেষণা খাতে কি বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দ বৃদ্ধির পরিকল্পনা রয়েছে?

► কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণায় বরাবরই দেশ তথা বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আমাদের ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপকদের বহু গবেষণাপত্র বিশ্বের নামি সব জার্নালে

প্রকাশিত হয় এবং বহু স্বীকৃত পেটেন্টও আমাদের রয়েছে। তবে বর্তমানে গবেষণা খাতে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগানে কিছু সমস্যা থাকায় বা গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত রিসার্চ ফান্ড না মেলায় কিছু সমস্যার সন্মুখীন হতে হচ্ছে। তা মিটলে গবেষণার ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর উন্নতি করা যাবে বলেই আমার ধারণা।

■ ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে নতুন বছরে কী বার্তা দিতে চাইবেন?

► একটা কথা আমি সবসময়েই বলি, আবারও বলছি, ছাত্রছাত্রী হিসাবে প্রধান কাজ হওয়া উচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের যে গরিমা ও ঐতিহ্য, সেটার কথা সর্বদা মাথায় রাখা এবং আমি যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র বা ছাত্রী এই পরিচয়ে গর্ববোধ করা। সর্বোপরি, এই দেশেই তো আমরা পড়াশোনা শিখছি, বড় হচ্ছি; তাই আমাদের অর্জিত জ্ঞানের ব্যবহার দেশের কল্যাণের জন্য করলে তবেই সকলের উন্নতি হবে। এই কথাগুলো যদি মনে রাখা যায়, তাহলে আমরা সকলে মিলে নিশ্চয়ই আরও অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারব।

(সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়েছে ১৬ জানুয়ারি, ২০২৩)

ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাস চালুর ভাবনা

(প্রথম পাতার পর)

বিশ্ববিদ্যালয় হয়তো ভবিষ্যতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাস পরিষেবাও চালু করতে পারে।

সুভাষ চন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো সর্বকালের সেরা কয়েকজন বাঙালি ব্যক্তিগণ এককালে এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই শিক্ষালাভ করেছিলেন। বহুদিনের ঐতিহ্যবাহী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের সাফল্যের প্রসঙ্গে রেজিস্ট্রার মহাশয় বলেছেন যে সম্প্রতি বাণিজ্য বিভাগের কয়েকজন ছাত্রছাত্রী বিশেষ কিছু নামজাদা স্থানে চাকরি অর্জনের মাধ্যমে বিভাগ তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উজ্জ্বল করেছে সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি এখনো অটুট রয়েছে। সাথে তিনি

জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন স্থায়ী প্লেসমেন্ট অফিসারও রয়েছেন যিনি প্রতিনিয়ত ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন ভালো ভালো সংস্থার সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের সুন্দর কিছু পেশার সন্ধান দিয়ে চলেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম পুরাতন ও ঐতিহ্যশালী সাংবাদিকতা এবং গণজ্ঞাপন বিভাগের প্রসঙ্গে তিনি বিভাগের সাফল্য এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য অধ্যাপক- অধ্যাপিকাদের নিরলস পরিশ্রমের কথা উল্লেখ করেছেন। সাংবাদিকতার প্রথম পাঠ অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠতার কথা বারবার উঠে এল তাঁর কথায়। বললেন, একজন সাংবাদিকের সততা এবং সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের

ছাত্রছাত্রীরাই দেশের ভবিষ্যৎ। সমাজে খারাপ ঘটনা তো ঘটবেই, সেগুলো সকলের চোখেও পড়বে। তবে সেটাই শেষকথা নয়। অনেক খারাপের মধ্যে থেকে আমাদের সকলের ভালো জিনিসগুলোকে পুরোপুরি আড়াল করে দিলে চলবে না। টিআরপি-র পেছনে দৌড় নয়, বরং সাংবাদিকতার ছেলেমেয়েদের এটাই বলব, যেটা সত্যি দেখছ সেটাই ধরে রেখে মানুষের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা কর।

সবশেষে তাঁর মুখে আবারও প্রকাশ পেয়েছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় দিকের কথা। তিনি জানিয়েছেন, করোনা মহামারির সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় তার অধ্যাপকসহ সমস্ত কর্মচারীদের দিকে সহায়তার হাত বাড়াতে পিছপা হয়নি।

শিখর থেকে শিখরে ওঠার স্বীকৃতি

(প্রথম পাতার পর)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে নিয়েছে। এর সঙ্গে ২০২০-এর হিসাবে শেষ ৩ বছরের পেটেন্ট প্রদানের ক্ষেত্রেও কলিকাতা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ‘কেরিয়ার অগ্রগতি ও চাকরি প্রাপ্তি’-সূচকের নিরিখে দেশের সমস্ত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয় তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল যাক্টিং ফ্রেমওয়ার্কের তালিকাতেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক ফলাফল গত কয়েক বছরে ক্রমান্বয়ে উন্নতি করছে। ২০১৮ সালে ১৪-তম স্থান এবং ২০১৯ সালে পঞ্চম স্থান। সেখানে

২০২১ সালে দেশের মধ্যে চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে গর্বের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা ‘সাহাই র‍্যাঙ্কিং অফ ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটিস্ ২০২১’-এও মেধা এবং কৃতিত্বের ভিত্তিতে দেশের তাবড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সেরার শিরোপা পায় কলিকাতা। এই ক্রমোন্নতির নেপথ্যে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সদস্য, গবেষকবৃন্দ, কর্মকর্তা, শিক্ষক-শিক্ষিকাগুলী, কর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীদের কঠোর পরিশ্রম-অধ্যবসায় এবং নিরন্তর গবেষণার ফসল বিরাট সংখ্যক পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান। তারই স্বীকৃতিস্বরূপ শিখরে একের পর এক সেরার শিরোপার মুকুট।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় – উপাচার্য তালিকা ১৮৫৭ – বর্তমান			
নাম	সময়কাল	নাম	সময়কাল
জেমস উইলিয়াম কোলভিল	১৮৫৭-১৮৫৯	উইলিয়াম ইওয়াট গ্রীভস	১৯২৪-১৯২৬
উইলিয়াম রিচি	১৮৫৯-১৮৬২	যদুনাথ সরকার	১৯২৬-১৯২৮
রুদিয়াস জেমস আক্ষহিন	১৮৬২-১৮৬৩	ডব্লিউ. এস. উর্কুহাট	১৯২৮-১৯৩০
হেনরি সামনার মেইন	১৮৬৩-১৮৬৭	হাসান সোহরাওয়ার্দী	১৯৩০-১৯৩৪
ডব্লিউ. এস. সেটন-কার	১৮৯৭-১৮৬৯	শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১৯৩৪-১৯৩৮
এডওয়ার্ড ক্লাইভ বেইলি	১৮৬৯-১৮৭৫	অজিজুল হক	১৯৩৮-১৯৪২
আর্থার হবহাউস	১৮৭৫-১৮৭৭	বিধানচন্দ্র রায়	১৯৪২-১৯৪৪
উইলিয়াম মার্কবি	১৮৭৭-১৮৭৮	রাধাবিনোদ পাল	১৯৪৪-১৯৪৬
আলেকজান্ডার আর্বুথনট	১৮৭৮-১৮৮০	প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৪৬-১৯৪৯
আর্থার উইলসন	১৮৮০-১৮৮৪	চারুচন্দ্র বিশ্বাস	১৯৪৯-১৯৫০
এইচ. জে. রেইনল্ডস	১৮৮৩-১৮৮৬	শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৫০-১৯৫৪
সি. পি. ইলবার্ট	১৮৮৬	জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ	১৯৫৪-১৯৫৫
উইলিয়াম উইলসন হান্টার	১৮৮৬-১৮৮৭	নির্মল কুমার সিদ্ধান্ত	১৯৫৫-১৯৬০
উইলিয়াম কমার পেথরাম	১৮৮৭-১৮৮৯	সুবোধ মিত্র	১৯৬০-১৯৬১
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৯০-১৮৯২ (প্রথম ভারতীয়)	বুরজিৎ চন্দ্র লাহিড়ী	১৯৬২
জোস কুইন পিগট	১৮৯৩	বিধুভূষণ মালিক	১৯৬২-১৯৬৮
আলফ্রেড উডলে ক্রফট	১৮৯৩-১৮৯৬	এস.এন. সেন	১৯৬৮-১৯৭৬
ই. জে. ট্রেভেলিয়ান	১৮৯৭-১৮৯৮	সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়	১৯৭৬-১৯৭৯
ফ্রান্সিস উইলিয়াম ম্যাকলিয়ন	১৮৯৮-১৯০০	রমেন্দ্র কুমার পোদ্দার	১৯৭৯-১৯৮৩
টমাস রোলি	১৯০০-১৯০৪	সন্তোষ ভট্টাচার্য	১৯৮৩-১৯৮৭
আলেকজান্ডার পেডলার	১৯০৪-১৯০৬	ভাস্করানন্দ রায়চৌধুরী	১৯৮৭-১৯৯১
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	১৯০৬-১৯১৪	রথীন্দ্র নারায়ণ বসু	১৯৯১-১৯৯৯
দেবপ্রসাদ সবাধিকারী	১৯১৪-১৯১৮	আশিস কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৯৯-২০০৮
ল্যান্সলট স্যাভারসন	১৯১৮-১৯১৯	সুরঞ্জন দাস	২০০৮-২০১৫
নীলরতন সরকার	১৯১৯-১৯২১	সুগত মারজিত	২০১৫-২০১৬
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	১৯২১-১৯২৩	আশুতোষ ঘোষ	২০১৬-২০১৭
	(দ্বিতীয় মেয়াদ)	সোনালী চক্রবর্তী ব্যানার্জী	২০১৭-২০২২
ভূপেন্দ্রনাথ বসু	১৯২৩-১৯২৪	আশিস কুমার চট্টোপাধ্যায়	২০২২-বর্তমান

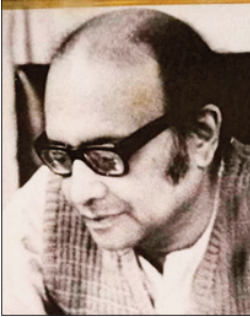
৭৫-এর পথে...

(প্রথম পাতার পর)

সাংবাদিকতায় পাঠক্রম চালু করতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী ভূমিকা নিক, ভীষণভাবেই চেয়েছিলেন, সেই সময় কলিকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ‘ক্যাপিটাল’-এর সম্পাদক প্যাট্রিক লভেট। ১৯২৬ সালের এপ্রিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ‘অধরচন্দ্র মুখার্জি স্মৃতি স্মারক বক্তৃতা’ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, মার্কিন মুলুকে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ জার্নালিজম চালু করা সম্ভব হয়েছে। কারণ পুলিৎজার-এর মত সাংবাদিক সেখানে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ভারতে এখনো কোনো পুলিৎজার নেই। তাই এই বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এগিয়ে আসা উচিত।



চপলাকান্ত ভট্টাচার্য



সুনীত মুখোপাধ্যায়



ড. ধীরেন্দ্রনাথ সেন



মোহিত মৈত্র,



১৯৬৫-৬৭ ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীরা।

প্রতিষ্ঠা পর্ব থেকেই সংবাদমাধ্যম, জনসংযোগ এবং বিজ্ঞাপন জগতের বিশিষ্টরা অতিথি শিক্ষক হিসেবে দীর্ঘ সময় ধরে যুক্ত থেকেছেন এবং বিভাগের গৌরব বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছেন। যেমন, চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, সুনীত মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, সৌরিন বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর বসু, বিএন মুখার্জি, ড. ধীরেন্দ্রনাথ সেন, মোহিত মৈত্র, ফণীভূষণ ভট্টাচার্য, অজিত দাশ, অনিল রায় চৌধুরী, বিধুভূষণ সেনগুপ্ত, মৃণালকান্তি বসু, খগেন্দ্রনাথ সেন, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ,অমল হোম, দক্ষিণারঞ্জন বসু, মাখনলাল সেন, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশু কুমার বসু, নীরদ কুমার ভট্টাচার্য, ক্ষীরোদ কুমার ভট্টাচার্য, অজয় বসু, সুনীল সেনগুপ্ত, ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ বসু, পবিত্র কুমার মুখোপাধ্যায়, বীরেন সাহা, স্বপন মল্লিক, ড. মলয় মিত্র, অলোক গুহ, অসীম মিত্র, রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী দত্ত, অশোক দাশগুপ্ত (প্রিন্টিং), দেবাশিস দত্ত, কৃষ্ণা শর্বরী দাশগুপ্ত, অন্তর মুখার্জি, শিখা মুখার্জি, ড. শ্রীরাপা বসু, নন্দদুলাল ভট্টাচার্য, প্রবোধ মৈত্র, সজল মাইতি পার্থ রাহা, জয় সরকার, বি কে সাহু, শান্তনু সান্যাল, অঞ্জন বসু, মেহাশিস সুর প্রমুখ।

মধ্যে প্রথম, এই বিভাগে, সিবিসিএস অর্থাৎ সেমেস্টার ভিত্তিক পাঠ্যক্রম চালু হয় এবং সেই সময় থেকে নিউ মিডিয়াকে গুরুত্ব দিয়ে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর পরের বছর, ২০১৮-১৯ সাল থেকে, সিলেবাস পরিমার্জন করে, অন্যান্য সমস্ত বিভাগের সঙ্গে সমতুলভাবে নতুনভাবে সিবিসিএস সেমেস্টার সিলেবাসের পাঠ্যক্রম চালু হয়। ঠিক ৪ বছর পর, ২০২২-২৩ সালে, ফের সিলেবাস পরিমার্জন করে, নতুনভাবে চালু হয়।

২০০৩ সালে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের অধ্যাপক ড. সৌমেন্দ্রনাথ বেরা কর্তৃক সম্পাদিত পত্রিকা ‘জার্নাল অফ মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন’-এ প্রকাশিত ও মুদ্রিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ (লেখক-ড. সৌমেন্দ্রনাথ বেরা, ড. উমাকঙ্কর পাণ্ডে এবং তাপসী ঘোষ) এবং অন্যান্য সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন ড. রাতুল দত্ত। চিত্রাংগ : সাংবাদিকতা বিভাগ ও আন্তর্জাল।

UGC revised new regulations for Ph.D.		
Shirsa Das	National Education Policy 2020 and the UGC has already notified the new UGC regulations for the award of Ph.D. 2022 in the official Gazette on 7th November, 2022. UGC has also shared this new	regulations to every higher educational institution along with University of Calcutta. UGC has also requested to initiate necessary steps to implement the new regulations.

Newspaper Management: New Ways in Changing Times

Dr. Soumya Dutta

When we talk about newspaper management we tend to consider the role of newspapers in society. While management principles applicable to other organizations are relevant for newspapers as well, the watchdog role of media makes newspapers a special category. Maximizing profit for newspapers as business organizations by applying all means possible has been criticized by many. It has been argued that newspapers cannot deny their social obligations as the 'fourth estate'. Worldwide there have been concerns regarding the concentration of ownership. In India the First and the Second Press Commissions raised alarms about monopolistic trends in newspapers and advocated for more authority for the editor. However, monopolistic trends are rampant and presently few families are controlling the newspaper business through large conglomerates. At the operational level media management is becoming heavily corporatized guided by the business interests of a few individuals. The illustrious role of the editor has taken a backseat and the media managers are ruling the roost.

Samir Jain of Bennett, Coleman and Co. Ltd (The Times of India Group) ushered in a change in the business of publishing which would define the benchmark for other newspaper organizations for years to come. Return on investment, pricing and promotion became the buzzwords for media

managers. In the present times globally newspapers have experienced a steady decline in readership and advertising revenue. Though India witnessed growth in readership and advertising revenue contrary to the global trend thanks to a buoyant vernacular market, the COVID-19 pandemic has forced a thorough rethinking of newspaper business and management. Advertisement revenue dried out during the lockdown putting newspapers in a difficult position. Newspaper management is now focusing more on ways to be digitally viable and searching for alternative revenue models to lessen the dependency on advertisements. Managers are closely tracking the changes in consumption habits and preferences to come up with new value-creating opportunities. The sustainable model for the newspaper industry is the subscription.

In the rapidly changing scenario, top-level news executives are becoming more integrated into the management of newspaper organizations making them key managers throughout the organization not only in the newsroom. The real challenge now is to devise ways to deliver information across multiple platforms. We are witnessing more and more decentralized controls in newspapers and flattened hierarchies. There are efforts to assimilate the non-news department's interests and expertise into the newsroom. Digitalization is leading to new uncertainties which can be best addressed through knowledge management in a changed scenario.



অস্তিত্বের সংকটে মেছুয়ার ব্যান্ড

দিত্তি নন্দর

একটা সময় ছিল যখন কলিকাতা সহ দিল্লি, লঙ্কৌ, মুম্বাইয়ের মত শহরে উৎসবে অনুষ্ঠানে কলকাতার ব্যান্ড পার্টির ডাক পড়া একেবারে আবশ্যিক ছিল। এদের যন্ত্রেই যেন বাজত কলকাতার সুর। শোনা যায়, আগে কলকাতার সম্রাট বাড়িতে কোন ব্যান্ড পার্টিকে বায়না করা হচ্ছে সে নিয়ে কলকাতার উচ্চ বিত্ত পরিবারের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা চলত। উনবিংশ



শতাব্দীতেও কলকাতার বাজনার মাধ্যম ছিল এই ব্যান্ড পার্টি। তখন এর ভাড়াও ছিল আকাশ ছোঁয়া। মূলত সেটাই ছিল সেকালে বড়লোকি চাল দেখানোরও একটা বিষয়। সেই ব্যান্ডের পোশাকও ছিল সেরকমই জবরদস্ত। লাল রঙের সারা গায়ে পিতলের কারুকার্য করা কোর্টের সঙ্গে থাকত মানানসই মাথায় টুপি ও পায়ে জুতো।

কলেজ স্ট্রিট পার হয়ে মহাত্মা গান্ধী রোড ধরে মেছুয়ার দিকে কিছুটা এগোলেই রাস্তার ধারে বাম দিকে থাকা প্রিন্স ব্যান্ড, মহারাজা ব্যান্ড সহ একাধিক প্রায় অন্ধকার হয়ে যাওয়া ব্যান্ড পার্টির দোকান ঘর চোখে পড়বে। চোখে পড়বে দোকানের আলমারিতে সাজিয়ে রাখা ঝুলন্ত পোশাক ছাড়াও টুপি ও পুরনো বাদ্য যন্ত্রের সম্ভার। উদ্দেশ্যহীন ভাবে বসে থাকা বাজনা বাদকদের লক্ষ করা যায় আগে যাঁদের হাতের জাদুতে শহরে সুরের জোয়ার লাগতো।

এখানকারই বিখ্যাত প্রায় দেড়শ বছরেরও বেশি সময় ধরে টিকে থাকা মেহেবুব ব্যান্ডকে এককালে কলকাতার সব সম্রাট পরিবারে কোন আনন্দ অনুষ্ঠান হলেই ডাকা হত বলে জানা যায়।

সে সব স্বর্ণ যুগ অতিক্রম করে এই ব্যান্ড পার্টি আজ প্রায় কর্মহীন। কেন এই অবস্থা! নিজেরাই জানালেন, এখন অনুষ্ঠান পিছু প্রায় দুশো-তিনশো টাকা পাওয়া যায়। আগে এই বাদকরাই পেতেন প্রায় পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর টাকা যা আজকের বাজার দর অনুযায়ী প্রায় সাতশো থেকে হাজার টাকার সমান। এখন বড়জোর পুজোর বিসর্জনের সময় মাঝে মাঝে কিছু পুজো উদযোজ্ঞাদের পক্ষ থেকে ডাক আসে। আবার কখনও বাঙালি বা অবাঙালি বিয়ের

ডি-জের দাপট



নহবতের অনুষ্ঠানের এই বাদকদের কিঞ্চিৎ ডাক পড়ে। এই পেশার অবলুপ্তির যথেষ্ট কারণ আছে। এখন মানুষের রুচি, পছন্দ বদলে গেছে, এ ছাড়াও ডিজে-র যুগে আকর্ষণ ফিকে হয়েছে বেশ খানিকটা। এখন কলকাতার বড় বড় পার্টিতে ডিস্ক জকিরই রমরমা দেখতে পাওয়া যায়। কারণ, কম বাজেটে অত্যাধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে এতে বাজানো সম্ভব। প্রায় পুরো সময়টাই দাঁড়িয়ে বাজানো এই অনুষ্ঠানের জন্য বাদকদের দাবি অনুযায়ী সেভাবে আর পুলিশের অনুমতি পাওয়া যায় না, সেটা আগে সহজেই পাওয়া যেত। আবার, এই পেশার সঙ্গে যুক্ত বাদকরা সরাসরি শ্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হন না। ফলে তাঁরা তাঁদের দাবী তুলে ধরার জায়গাটুকুও সেভাবে পান না।

শেষ হয়ে যাচ্ছে কলকাতার পুরনো পেশার এক অধ্যায়। তবে সন্ধ্যা নামার মুখে রোজ বিকেলে মহাত্মা গান্ধী রোডে গেলে দেখা যায় এখনো ব্যান্ড পার্টির দোকান গুলোয় বাজনারদাররা তাদের ট্রাম্পেট, ক্ল্যারিনেট, স্যাক্সোফোন, সানাই, ড্রাম বা ঝুনঝুনি নিয়ে সুর তুলতে থাকে যা সহজেই আপনার মন ভালো করে দিতে পারে।

স্মার্ট ফোনের দুনিয়ায় হারিয়ে যাচ্ছে কৈশোরের খেলা

ড. রাতুল দত্ত

ওপেন টু বাইস্কোপ / নাইন টেন
টেলিস্কোপ / সুলতানা বিবিয়ানা /
সাহেব বিবির বৈঠকখানা / সাহেব
বলেছে যেতে / পান সুপারি খেতে /
পানের আগায় মরিচ বাটা / স্প্রিং এর
চাবি আটা / যার নাম মনিমালা /
তাকে দেবো মুক্তার মালা...

এইসব মজার ছড়া আওড়াতে শুনলে আজকের মোবাইল-নেট যুগের ছেলেমেয়েরা হি হি করে হেসে ওঠে এক অদ্ভুত বিস্ময়তায়। এসব আবার কিসব খেলা! নাম শুনে অনেকেই হাসে। তখনকার সময়ে তো আর মোবাইলে গেম খেলার উপায় ছিল না! বরং তখন খেলাগুলো ছিল নির্মল বিনোদনে ভরপুর। বর্ষাকালে কাদা মাটিতে হা-ডু-ডু কিংবা হাওয়াহীন ফুটবল খেলা জমতো সবচেয়ে বেশি। খেলার চেয়ে কাদা মাখামাখি হতো অনেক বেশি। বর্ষাকালে এই যাওয়া আসা হতো চিরন্তন। কিশোরদের থেকে যারা একটু ছোট তাদের ফুটবল কিংবা ক্রিকেট খেলা হতো একটু ভিন্ন ধরনের। যারা তাদের চেয়ে একটু ছোট ছিলো তাদের ফুটবল খেলার নাম ছিলো চালতার কড়ি। কখনো কখনো হতো গাছ থেকে ঝরে পড়া জাম্বুরা। খেলার উপকরণ যাই হোকনা কেনো, তাদের উৎসাহে ভাটা পড়েনি।

সত্যি সে একটা দিন ছিল বটে। কখনও বা কুমিরডাঙা, একা দোকায় মজে নাওয়া খাওয়া ভুলত খুদের দল। কিম্বা শুধুই স্কুল থেকে ফেরার পথে এক হাঁটু জলের ডোবায় ঝপাং। নিজে তো প্যান্ট জামা সুদু সব ভেজাল, বন্ধুকে নাকানি চোবানি খাওয়াল। সঙ্গে উপরি পাওনা, সঙ্গে হলেই নাকের জলে চোখের জলে একশা। ভেজার

পরিমাণ যত বেশি, রাতে জ্বর ততই তাড়াতাড়ি। বাবার ফিরতে দেরি হলে, মাকেই সিরাপ আনতে ছোটানো। হারানো সেই শৈশব আজ ইতিহাস। কত মজার মজার ফল পাড়ত ছেলেমেয়েরা, কদিন আগেও, ঢিল ছুঁড়ে বা ইয়া উঁচু পাঁচিল টপকে। আম-জাম-লিচু-পেয়ারা-কঠাল! হাতের চেটোয় লাট্টু ঘোরানো, নাটাই সূতা দিয়ে ঘুড়ি ওড়ানো, গাছে-গাছে ঝোলা, জল ভেঙে কত শাপলা-পদ্ম তোলা সেই হারিয়ে যাওয়া খেলার ছোটবেলা কি শেষমেশ ইতিহাসের পাতাতেই চলে যাচ্ছে! একা দোকান জায়গায় অনলাইনে মোবাইলের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে থাকা, গুগল লিঙ্ক, হবি তুলে পিডিএফ এগুলোই কি শেষমেশ ভবিষ্যতের খেলা হয়ে গেল! খেলা নাকি এটাই!

বন্ধু শুধুই স্মার্ট ফোন!

বাবা ঠাকুরদার শৈশবের খেলা ভুলে শিশুমন এখন মজেছে মোবাইল গেম। সঙ্গী করোনার ভয়। মোবাইল হাতে ঘরের এককোনে চুপটি করে ঢুকে পড়েছে

শিশুর দল। আবার কি সব ঢেউয়ের ভয়, বাবা মার মুখ পানসে। এই যদি ধরে, বাবারে! কিন্তু এই ভয়-ভয় আর ভয় যে কত দিন মাস বছর কেড়ে নিল শিশুদের, তার খবর কে রাখে! খেলাধুলার নাম মনে রাখবে কি! বুলুক বা না বুলুক, বাচ্চারা এখন জানে, ভাইরাস বলে একটা কিছু আছে, যা ধরলে নাকি খুব শরীর খারাপ হয়। তার আবার কিসব ভারিমান্ত বলে একটা কিছু আছে, তাতে নাকি ওষুধও কাজ করে না। সুতরাং, বাড়ির বাইরে আর যাব না। ওদের ঘুম পাড়তে মায়েদের আজ আর বর্ণী নয়, ভাইরাসের গল্প বললেই যথেষ্ট। আধুনিকতার এই যুগে এই কি শৈশব! ভালো রেজাল্ট আর শিক্ষিত এই দুই তকমা লাগানোর জন্য প্রত্যেক বাবা-মা এখন হন্যে প্রায়। আগে বলা হতো শিশুর বয়স হলে ছয়, ভর্তি কর বিদ্যালয়। আর এখন সেটা অনেকটা এমন যে 'শিশু যখন জন্ম নেয়, প্রাইভেট টিউশন চালু হয়'। তিন বছরের শিশুর জন্যও দুবেলা গৃহ শিক্ষক! স্কুলের কাজ,

প্রাইভেটের কাজ এগুলো করতে করতে দিন শেষ। খেলতে চাইলে মা হাতে ধরিয়ে দিলেন স্মার্ট ফোন কিম্বা বাবা ছেড়ে দিলেন নিজের ডেস্ক টপ, ভিডিও গেম খেলার জন্য। নানা রকম সিলেবাস আর কারিকুলামের বেড়াজালে বিলীন হয়ে গেল রঙিন সেই দিনগুলো। এখন আবার কিসব গুপ বানিয়ে দেন শিক্ষকরা। রাতদিন তুং তাং বার্তা আসছেই। মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার নিয়ে গেম খেলতে খেলতে চোখের চশমা আজ তাদের নিত্য সঙ্গী। এ কেমন শৈশব! আজ এমন অবস্থা যে, শিশুরা জানেইনা যে, তার স্কুলে একটা বড় মাঠ আছে। সেখানে ছোট্ট ছুটি, খেলাধুলো করা যায়! আমাদের কি মনে পড়ে সেসব খেলার নাম, যেগুলো আমরা পাড়ায় পাড়ায়, মাঠে মাঠে, বাড়ির উঠানে উঠানে খেলেছিলাম! শৈশবে যেসব খেলাধুলা খেলেছিলেন আজকের

বৃদ্ধরা সেসব খেলাধুলা না দেখতে পেয়ে তারাও এখন ভুলে গেছেন বহু খেলার নাম।

হারিয়ে যাওয়া খেলা

বর্তমানে গ্রামীণ খেলা বিলুপ্ত হতে হতে আজ তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়াই কঠিন। খোদ পাড়ারগোয়েও সবচেয়ে বেশি প্রচলিত কবাডি, দাঁড়িয়াবাঙ্কা, গোলাছট, বৌচি, কানামাছি প্রভৃতি গ্রামীণ খেলার প্রচলন নেই। গ্রামবাংলার খেলাধুলার মধ্যে যেসব খেলা হারিয়ে গেছে তাদের মধ্যে হা-ডু-ডু, কবাডি, দাঁড়িয়াবাঙ্কা, মন্দুরুজ, গাদন, খো-খো, ডাংগুলি, গোলাছট, চিক্কা, এ্যাস্কো এ্যাস্কো, কুতকুত, ল্যাংচা, কিং কিং খেলা, বোমবাস্টিং, হাড়িভাঙা, বুদ্ধিমন্তর, চাঁ খেলা, কাঠিছোঁরা, দড়ি লাফানো, বরফ জল, দড়ি টানাটানি, চেয়ার সিটিং, রুমাল চুরি, চোখবোজাবুজি, কানামাছি, ওপেন্টি বাইস্কোপ, নৌকাবাইচ, সীতাচুরি, ঘোড়াদৌড়, এলাটিং বেলাটিং, আগড়ম

বাগডুম, ইকড়ি মিকড়ি, ঝুম ঝুমা ঝুম, নোনতা বলরে, কপাল টোকা, বউরানী, ছক্কা, ব্যাঙ্গের মাথা, লাঠিখেলা, বলীখেলা, আইচ্চা ভাঙ্গা, মইলা, রাম সাম যদু মদু, চোর ডাকাত, মার্বেল, সাতচাড়া, খিলো এম্প্রেস, বোলগুড্ডা, যাঁড়ের লড়াই, মোরগ লড়াই, চিলমোরগ, বুঝাবুঝি, বদন, ডালিম খেলা, একাদোকা, ওপেন টু বাইস্কোপ, কড়ি খেলা, কানামাছি, কবাডি, টোপাভাতি, ডাংগুলি, নুনতা খেলা, নৌকা বাইচ, পুতুল খেলা, ফুল টোকা, বউচি, বাঘ ছাগল খেলা, মার্বেল খেলা, লাটিম, বোল গুটি ইত্যাদি। ঐতিহ্যবাহী হারিয়ে যাওয়া এসব খেলাধুলা এখন আর তেমন কোথাও চোখে পড়ে না। আজ না আছে মুখের গল্প, না আছে গল্প দাদুর আসর নিয়ে মাতা মতি।

ফিরবে, সেদিন ফিরবে

বিভূতিভূষণের অপু- দুর্গার দল আটকে পড়েছে চার দেওয়ালের মধ্যে। জ্যোত্স্না রাতে উঠানে বসে দাদা-দাদি, ভাই-বোন আর সমবয়সী পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প শোনা অথবা হাজেক লাইট জ্বালিয়ে ধাঁধার আসর। সময়গুলো অনেকের স্মৃতিতেই হয়তো সদ্য গত, কারও স্মৃতিতে হয়তো মলিন, ঝাপসা। শরীরের জন্য উপকারী খেলাগুলোর পরিবর্তে স্থান নিয়েছে ডিশ এন্টেনার টিভি চ্যানেল, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ফেসবুকসহ নানা ধরনের বিনোদন। ঠিক পথ কী! এক লহমায়, হোয়াটসঅ্যাপ-এ ভেসে আসা মেসেজ, 'ওয়েক-আপ মাই চাইল্ড' ডাকে ঘুম ভাঙ্গানো যে ভুল, বুঝতে হবে। বলতে হবে, ঘরে বসে মোবাইল এ খুঁটস খুঁটস না করে 'আজ কমপিউটার মোবাইল বন্ধ। যা, খেলতে যা। আজ যে তোদের ছু-উ-উ-টি'।



কলেজ স্কোয়ারের বাংলাদেশ বইমেলায় মন কাড়ল হুমায়ূন আহমেদের বই



সাক্ষী গাঁতাইত

কলিকাতা বইমেলায় আগেই বুক ফেয়ারের আমেজ দিতে আয়োজিত হয়ে গেল বাংলাদেশ বইমেলা। ১০-ম বাংলাদেশ বইমেলা এবার অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার বইপাড়া কলেজস্ট্রিটের বিখ্যাত কলেজ স্কোয়ারে। এবারের মেলা সাজানো হয়েছিল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে বাংলাদেশকেদ্রিক নানান লেখা ঘিরে। পিছিয়ে ছিল না ছোটদের বইও।

বিশেষ করে পাঠকদের মন কেড়েছে হুমায়ূন আহমেদের বই। তাঁর রচিত হিমু সমগ্র, শ্রেষ্ঠ মিসির আলি, আমার ছেলেবেলা, অপেক্ষা, মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র সহ নানা বইয়ের বিক্রি বেশি হয়েছে বলেই জানিয়েছেন প্রকাশকরা। তাঁর অনবদ্য লেখন-শৈলী, বিষয় বৈচিত্র্য, চরিত্র নির্মাণ – সমস্ত কিছু নিয়ে তিনি এক অভিনব ধারা সৃষ্টি করেন, যা লেখায় এক আলাদা মাত্রা আনে। বাংলা কথাসাহিত্যের গতানুগতিক ধারাকে অতিক্রম করে হুমায়ূন আহমেদ নির্মাণ করেন এক স্বতন্ত্র ভবন। ফলে এপার বাংলার সাহিত্য-সমালোচক ও পাঠকদের কাছেও তাঁর বইয়ের চাহিদা সব সময়েই লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া, হুমায়ূন আজাদ এবং মুহাম্মদ জাফর ইকবালের বেশ কিছু বইয়ের চাহিদাও বেশি ছিল বলে জানা গিয়েছে। এই বইমেলা গত বছরের ২রা থেকে ১১ই



কলেজ স্কোয়ারে বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি।

ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি। ৬৮টি স্টলে স্থান পেয়েছিল বাংলাদেশের ৭৫ জন প্রকাশকের বই। সব মিলিয়ে বলতে গেলে এবারের বাংলাদেশ বইমেলা ছিল একেবারে জমজমাট।

চিত্র ঋণ : আন্তর্জাল এবং বাংলাদেশ উপরাষ্ট্র দূতবাসের টুইটার হ্যাণ্ডেল সূত্রে প্রাপ্ত



Moumita Guha

Set in the 1930s, Qala revolved around the journey of an aspiring singer.

Writer-director Anvita Dutt beautifully weaved the heart-wrenching tale of a singer's plight into the world of music. With the continuous oscillation of the

Film: Qala
Director: Anvita Dutt
Cast: Tripti Dimri, Swastika Mukherjee, Babil Khan
Distributed by: Netflix

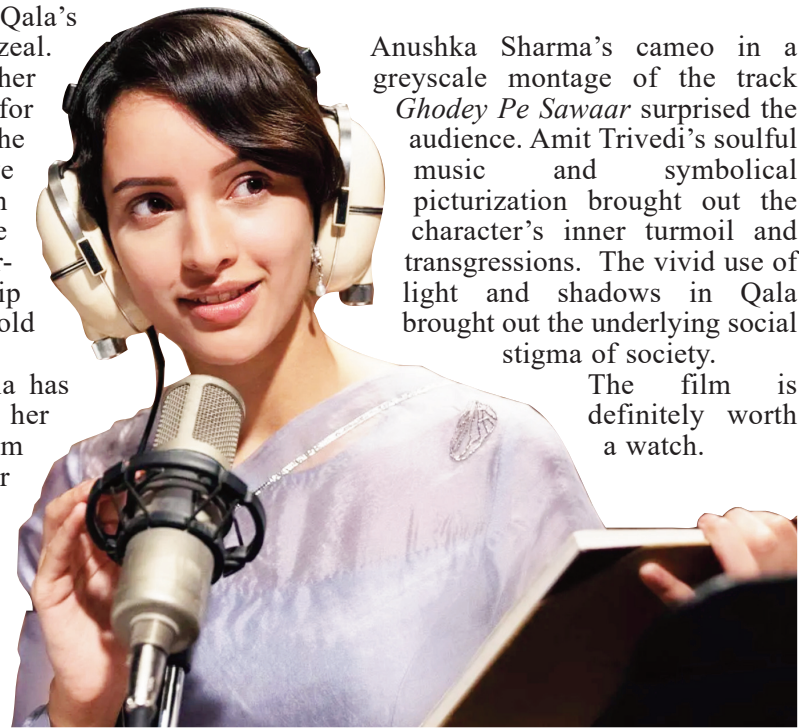
horrid past and present, the film delved into the human psyche to portray Qala's fight to achieve her zeal. Her struggle with her demons and her quest for validation is where the audience can empathize with her. The film showcased the poignant mother-daughter relationship suffering in the age-old traditions.

Tripti Dimri as Qala has breathed life into her character while the film marked a debut for Babil Khan (son of renowned actor Irrfan Khan) as Jagan, Swastika Mukherjee as Urmila Manjushree also added shades to it.



Anushka Sharma's cameo in a greyscale montage of the track *Ghodey Pe Sawaar* surprised the audience. Amit Trivedi's soulful music and symbolical picturization brought out the character's inner turmoil and transgressions. The vivid use of light and shadows in Qala brought out the underlying social stigma of society.

The film is definitely worth a watch.



চলচ্চিত্র উৎসবে সেরার সেরা বাংলাদেশের ছবি

সময়িতা দাস

ভারতের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বাংলা চলচ্চিত্রের অবদান বিশ্বব্যাপী চর্চিত ও প্রশংসিত। এ প্রশংসার অন্যতম কারণ স্নানামধ্য বাঙালি পরিচালক সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মুগাল সেনের মত একাধিক বিখ্যাত পরিচালকগণ, যাদের জন্য বাংলা চলচ্চিত্র আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃতি পেয়েছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত কলিকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব(কিফ) ২৮ বছরে পা দিল।

কলিকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ছিল পাঁচটি প্রতিযোগিতা বিভাগ। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা মুভিং ইমেজ উদ্ভাবন ক্যাটাগরিতে সেরা চলচ্চিত্রে স্বীকৃতি লাভ করে পরিচালক আলেকজান্দ্রো রোজার্স ও ছয়ান সেবাস্তিয়ান ভাসকেজ এর “আপন এন্টি” নামক স্প্যানিশ চলচ্চিত্র, যার বিষয় ছিল সমাজ, প্রেম, সম্পর্ক, মানবাধিকার বনাম ব্যক্তি। এই বিভাগে আরো একটি চলচ্চিত্র সেরা চলচ্চিত্রের স্বীকৃতি পেয়েছে, বাংলাদেশের “কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়”। সিনেমাটি ভাটি অঞ্চলের প্রান্তিক কৃষিজীবী মানুষের চিরকালীন জীবন সংগ্রামের গল্প। সিনেমাটি মুহাম্মদ কাইয়ুমের প্রথম সিনেমা। বিষয়টি বাংলাদেশের হাওর অঞ্চলের একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে যাদের জীবনের সমগ্র

অস্তিত্ব ধান চাষ। এই অস্তিত্বই সংকটজনক হয়ে ওঠে ভয়াবহ বন্যার কারণে। বন্যার জলে সবকিছু ভেসে যাওয়া সত্ত্বেও এই প্রান্তিক মানুষগুলির আবাবারো ঘুরে দাঁড়ানোর এবং নতুন করে স্বপ্ন দেখার বিষয়টি দেখানো হয়েছে এই সিনেমাটি।

চলচ্চিত্রটিতে মুখ্য চরিত্র সুলতান একজন তরুণ কৃষক। যার জীবনে একাধিক উত্থান-পতন, হতাশা ট্রাজেডি নিয়ে সিনেমার গল্পটি নির্মিত। সেরা পরিচালক হিসেবে বিজয়ী হয়েছেন “লা ব্রজা দে হিটলার” নামক স্প্যানিশ সিনেমার পরিচালক আর্নেস্টো আরদিভো ও ভিন্স মোলিনা। এই অংশেই বিশেষ জুড়ি সম্মান পেয়েছে নাহিদ হাসানজাহেদ এর “শোকউহে খামাউশ” নামক ইরানি সিনেমা।

ভারতীয় ভাষার চলচ্চিত্র বিভাগের সেরা চলচ্চিত্র হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে ভাস্কর মৌর্যের তেলগু সিনেমা “মুখায়া”। সেরা পরিচালক হিসেবে বিজয়ী হয়েছেন দীপঙ্কর প্রকাশ, তার রাজস্থানী সিনেমা “নানের”- এর জন্য। এছাড়াও “সেরা জুরি সম্মান” পুরস্কার পেয়েছে – ইন্দ্রানী চক্রবর্তীর

পরিচালনায় “ছাদ” ও ড: ববি সরমা বড়য়ার সিনেমা “সিকাইসাল”। এশিয়ান সিলেক্ট এর সেরা চলচ্চিত্র হিসেবে জয়ী মুহিদ্দীন মোজাফফর এর “ডিওভি”।

ভারতীয় সেরা ডকুমেন্টারি ফিল্ম



নেহা শর্মার পরিচালিত “নেব্রিয়াম”। ভারতীয় সেরা শর্ট ফিল্ম প্রত্যয় সাহার সিনেমা- “মে মেহেন্দুদ”। “বিশেষ জুরি সম্মান” পুরস্কার পেয়েছে দুটি সিনেমা- নবপন ডেকার “শূন্যতা” ও ড: প্রসেনজিৎ চৌধুরীর “হাতের স্পর্শ”।

বাংলাদেশের চারটি সিনেমা – ‘দ্য গোল্ডেন উইংস অফ ওয়াটারকক্স’, ‘হাওয়া’, ‘মুজিব ইন ক্যালকাটা’ এবং ‘জেকে ১৯৭১’ এবার যথেষ্ট নজর কেড়েছে। একক দেশ হিসেবে বাংলাদেশকেই চারটি

চলচ্চিত্র উৎসবের পর কলিকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে আলোড়ন তুলেছে ‘হাওয়া’। পশ্চিমবঙ্গের ৩৪ টি হলে মুক্তি পেয়েছে সিনেমাটি। অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসবে আমি একা

এসেছিলাম। এবার কলকাতায় ছবির সবাই আছেন। তাই এবার বেশি ভালো লাগছে। বাংলাদেশের সিনেমা কলিকাতা এবং সারা ভারতবর্ষে, এভাবে কখনো রিলিজ হয়নি। আমার মনে হয় এটাই বাংলা সিনেমার জয়। আমাদের বাংলা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক। কারণ, আমরা সব

সময় চাই বাংলা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক। পরিচালক মেজবাবুর রহমান বলেন, কলিকাতা দর্শকের প্রতি আমার একটা আলাদা অনুভূতি আছে। আমি ছোটবেলা থেকে শহরটাকে চিনি।

নবাবরূপ ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে কবীর সুমন, রামকিশোর থেকে গণেশ পাইন সকলেই আমার মনের মধ্যে। ছোটবেলা থেকে কলকাতার অলিগলির নাম জেনে গেছি সাহিত্য থেকে। সেই শহর নিয়ে সিনেমা হলে হাওয়া দেখানো হচ্ছে। পাশাপাশি কলিকাতা ফিল্ম ফেস্টিভালে এসেছে এটা আমার জন্য খুবই আনন্দের। ছবির প্রযোজক অজয় কুন্ডু বলেন, কলকাতায় বাংলাদেশের সংস্কৃতি নিয়ে আমরা রীতিমতো একটা উৎসব করছি। যে উৎসবে নন্দনে শো হচ্ছে পাশাপাশি কলিকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সিনেমা হলে ছবিটি রিলিজ হয়েছে। এটা আমাদের জন্য অনেক আনন্দের এবং অনেক গর্বের।

কলকাতার চলচ্চিত্র উৎসবে ঘিরে সেজে উঠেছিল নন্দন রবীন্দ্রসদন চত্বর। আর তাই উৎসবের উপভোগ পেতে অনেকেই কলেজ এবং ক্যাজের ফাঁকে একবার ঢু মেরে যান নন্দন চত্বরে। শনিবার ছুটির দিনে বাড়তি ভিউ ছিল চোখে পড়ার মতন। অনেকে নন্দনে বাংলাদেশি সিনেমা দেখতে আসেন।



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

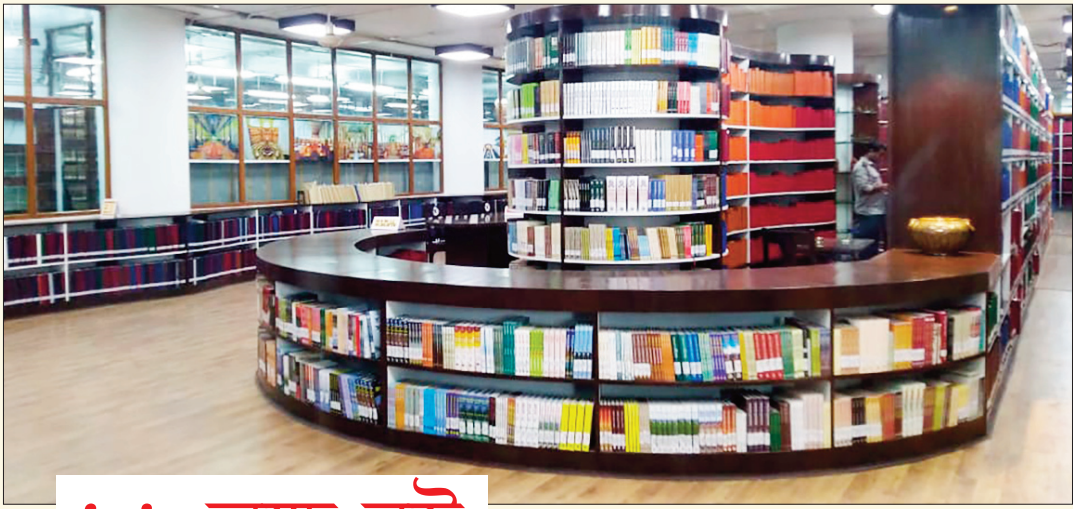


দেশে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এখন আম জনতার

পিউ দে

প্রায় ১২ লক্ষ বই, তিন লক্ষ সাউন্ড ভলিউম জার্নাল, নয় হাজার কারেন্ট জার্নাল, ১২-১৩ হাজার থিসিস, কয়েকশো সাহিত্য, উপন্যাস, ধর্মগ্রন্থ, উপগ্রন্থ, গল্প, ছোটগল্প, দুর্লভ বইয়ের ভাণ্ডার নিয়ে নিজের দরজা সকলের জন্য খুলে দিয়েছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসের প্রায় ১৫০ বছরের বেশি পুরনো সেন্ট্রাল লাইব্রেরি। বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি, সংস্কৃত, পালি, আরবি, ফারাসি, পার্সি, চাইনিজ, উর্দু, জার্মানি, তেলেগু, তামিল, অসমীয়া ভাষার বহু বই এখানে রয়েছে। বই পাগল, বইশ্রেমীরা একবার ঘুরে আসতে পারেন সেন্ট্রাল লাইব্রেরি। জ্ঞান বাড়ানোর ‘দি ডেস্টিনেশন’ সেন্ট্রাল লাইব্রেরি অফ ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি। অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান (গ্রেড-১) ডঃ প্রতাপচন্দ্র রায় জানিয়েছেন, দেশের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম, যে ২০১৯ থেকে নিজের লাইব্রেরিকে সর্বসাধারণের জন্য খুলে দিয়েছে। পরিচয় পত্র দেখিয়ে যেকোনো ব্যক্তি বই পড়ার সুযোগ পাবেন। অনুমোদন সাপেক্ষে বইয়ের কপি করতে পারেন। ডিজিটাল বইয়ের ক্ষেত্রে প্রিন্ট আউট নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। যে কেউ

লাইব্রেরির কম্পিউটার সেন্টার থেকে সব ই-বুক-জার্নাল দেখতে পারেন। রিডার্স কর্নার এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বইয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিজ্ঞানভিত্তিক বহুমূল্য জার্নাল পেপারগুলি পাঠকরা বিনামূল্যে পড়তে পারেন। অন্যতম আকর্ষণ ডিজিটাল পরিষেবা। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের মানুষ যে কোন সময়ে লাইব্রেরির ওয়েবসাইটে গিয়ে নানা বই, জার্নাল, দুস্পাপ্য গ্রন্থ পড়তে পারেন। ৬৫ হাজার ই-বুক, ৯ হাজার কারেন্ট ই-জার্নাল, পিএইচডি থিসিসের সম্ভারে গঠিত এই ই-বইয়ের দুনিয়া। সাইন্স ডাইরেক্ট, স্কোপাস, ওয়েব অফ সায়েন্স, জি-স্টোর এর মত বিখ্যাত জার্নাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি ওয়েবসাইটে উপলব্ধ। কলিকাতা লাইব্রেরির ইতিহাস বৈচিত্র্যময়। ১৮৬৯ সালে জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখার্জি, ঈশান চন্দ্র ঘোষের অর্থ সহায়তা শুরু হয় লাইব্রেরির তহবিল সংগ্রহ। ১৮৭৪-৭৫ লাইব্রেরি গঠনে পয়গু টাকা না থাকার কারণে আশুতোষ বিন্দিংয়ের গ্রন্থাগারের পরিপূরক হিসাবে স্থাপনের চিন্তাভাবনা করা হয়। ১৯০৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইনে একটি বিশেষ ধারা যুক্ত করে, বিশ্ববিদ্যালয়কে লাইব্রেরি, জাদুঘর এবং আর্ট গ্যালারির রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতি সাধনের ক্ষমতা দেওয়া হয়। যা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরির দ্রুত সম্প্রসারণ করে। ১৯১৩ সালে তৎকালীন উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশেষ ভূমিকা নেন। প্রথমে দ্বারভাঙা ভবনে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, পরে যা আশুতোষ বিন্দিং-এ স্থানান্তরিত হয়। ১৯৬৭ সালে ৬ মার্চ ব্রিটিশ সিনেট হাউস ভেঙ্গে সেন্ট্রাল লাইব্রেরি নতুন রূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়।



১২ লক্ষ বই দুর্লভ থিসিস, দুর্মূল্য পাণ্ডুলিপি, বহুমূল্য জার্নাল!

রিয়ান নন্দর

চারিদিকে সারি সারি বই, কিংবা থরে থরে সাজানো বইয়ের যাকের মাঝে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বই পড়ার অভ্যাস বা নেশা রয়েছে অনেকেরই। তাদের জন্য সম্পদ ঐতিহ্যবাহী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার। ভারতবর্ষে সর্ববৃহৎ এই ১১ তলার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। রয়েছে ৮টি ক্যাম্পাস গ্রন্থাগার। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন বিভাগের আলাদা গ্রন্থাগারও। বিভাগীয় গ্রন্থাগারের তালিকায় রয়েছে এমন কিছু বইয়ের সংগ্রহ যা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানে নেই। যেমন, আইন বিভাগের লাইব্রেরিতে রয়েছে ৮০-৯০ হাজারের মতো কালেকশন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের বাতাসে মিশে রয়েছে বইয়ের এক অমোঘ গন্ধ। একটি নয়, গুরুত্বপূর্ণ নয়, এক শো বা দুশোটাও নয়, গ্রন্থাগারের সংগ্রহে রয়েছে প্রায় ১২ লক্ষ বই, ৩ হাজার জার্নাল। এছাড়া রয়েছে ‘ইউনিভার্সিটি ক্যালেন্ডার’, ‘ক্যালকাটা রিভিউ’, সেনেট সিডিক্ট সহ বিভিন্ন কমিটির রিপোর্ট এবং বহু ১৫ শতকের দুস্পাপ্য গ্রন্থের সমাহার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি প্রধান ক্যাম্পাসে রয়েছে একত্রে প্রায় ২ লাখ জার্নাল, এম.ফিল. এবং পিএইচ.ডি. গবেষণাপত্র, সম্মেলনের কার্যধারা, প্রতিবেদন, মানচিত্র, পেটেন্ট, সংবাদপত্র, পাণ্ডুলিপি, মাইক্রোফিল্ম, সিডি-রম। একাদশ তল বিশিষ্ট গ্রন্থাগারটি সুসজ্জিত রয়েছে নতুন, পুরোনো, বিদেশী, ভারতীয় ও আঞ্চলিক ভাষার বইয়ের সমাহারে। নিচতলায় দেয়ালজুড়ে রয়েছে বহু চিত্রকর্ম। রয়েছে রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দের মতো বহু স্নামধন্য ব্যক্তিদের চিত্রকর্ম, জীবন ইতিহাস। এক তলটি সজ্জিত ম্যাগাজিন, বহু দুস্পাপ্য বই এবং ইংরেজি সাহিত্যে। দ্বিতীয় তলায় ভ্রমণ, আইন, তথ্যপ্রযুক্তি, চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা গ্রন্থ, উপন্যাস এবং ধর্মগ্রন্থে, চাইলে বসে পঠনপাঠনের সুবিধাও রয়েছে এই তলটিতে। বহু রেফারেন্স বইও সুসজ্জিত রয়েছে গ্রন্থাগারের তৃতীয় তলে। চতুর্থ তলটিতে র‍্যাক জুড়ে সারি দিয়ে রয়েছে বহু প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বই। পঞ্চম তলে সুসজ্জিত বহু থিসিস ও জার্নাল, যার অন্যতম কয়েকটি হল ‘সায়েন্স ডিরেক্টর’, ‘স্কোপাস’, ‘ওয়েব অফ সায়েন্স’ ইত্যাদি। ষষ্ঠ, সপ্তম ও নবম তলায় রয়েছে দেশী ও বিদেশী বইয়ের সমাহার, সেই তালিকায় বাংলা, ইংরেজি, ফারসি থেকে শুরু করে রয়েছে তামিল, তেলেগু, অসমীয়া, আরবি যার বেশ কয়েকটি আবার অনূদিত রয়েছে ইংরেজি ভাষায়। অষ্টম তলটি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্থাপত্যশৈলীতে পুরানো জার্নাল সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে ইতিহাস এবং আইনি গবেষণার সাথে প্রাসঙ্গিক সামাজিক বিজ্ঞানমূলক কাজ। শহরের মূল কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্যাম্পাস থেকে সহজেই পড়া যায়।

প্রাচুর্যে মোড়া আশুতোষ মিউজিয়াম

সহেলী রায়, শ্রুতি দাস, শ্রেয়া দাস

আশুতোষ সংগ্রহশালা বা আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্ট হলো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ একটি শিল্প সংগ্রহশালা।। মূলত স্বদেশব্রত ভাবনা থেকে আশুতোষ মিউজিয়াম তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পরাধীন দেশ যখন স্বাধীনতার জন্য উত্তাল তখন স্বদেশী শিল্প দিয়ে মানুষদের মধ্যে একটা স্বদেশ চেতনা আনার জন্য ১৯৩৭ সালে তৈরি করা হয় আশুতোষ মিউজিয়াম। ভারতবর্ষের প্রথম স্তরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে এটি প্রথম কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ জাদুঘর। সংগ্রহশালাটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত। মিউজোলজি, পালি, ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস, বাংলা সহ অন্যান্য বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রয়োগিকভাবে তাদের বিষয় সম্পর্কে আরো অবগত হয় তারই জন্য মিউজিয়ামটি গঠন করা হয়। বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে ভারতীয় শিল্পকলার বিভিন্ন স্তরের নিদর্শন সমূহ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আশুতোষ মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই মিউজিয়ামটি সবাই যাতে দেখতে পারে তার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

আশুতোষ মিউজিয়াম প্রধানত বাংলা ও বিহার থেকে শিল্পকর্ম ও প্রত্নতত্ত্বের সামগ্রীর মাঝারি ধরনের সংগ্রহ নিয়ে যাত্রা শুরু করে শীঘ্রই সমৃদ্ধ সংগ্রহশালায় পরিণত হয়। এ জাদুঘরে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত অধিক প্রত্নতাত্ত্বিক হাতিয়ার, টেরাকোটা, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, ব্রোঞ্জ শিল্পকর্ম, মুদ্রা, কাঠখোদাই কাজ, বস্ত্রশিল্প ও লোকশিল্পসমূহের নিদর্শনাদি সংরক্ষিত আছে এবং প্রদর্শিত হচ্ছে।

জাদুঘরটি লোক ও গ্রামীণ শিল্প, যুগ পরিক্রমায় বাংলার পোড়ামাটি শিল্প, ভাস্কর্য ও ব্রোঞ্জ শিল্পের পূর্বভারতীয় রীতির কয়েকটি অপূর্ণ সৃষ্টির চমৎকার সংগ্রহ করা হয়েছে এই আশুতোষ মিউজিয়ামে।

১৯৩৭ সালে মিউজিয়াম উত্তর দিনাজপুর জেলার বাণগড় (প্রাচীন কোটীবর্ষ) প্রত্নস্থলে নিয়মিত খননকার্যের প্রকল্প হাতে নেয়। কলিকাতা। টিবি থেকে আবিষ্কৃত ধূসর, লাল ও মসৃণ কালো রঙের সুক্ষ্ম কারিগরিপূর্ণ জিনিসপত্র জাদুঘরে অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য জিনিসের মধ্যে ছিল রপার ছাপাঙ্কিত ও তামার ছাঁচে



ঢালা মুদ্রা, পোড়ামাটির ফলক, সিলমোহর ও সিল করার উপাদান, নানা পদার্থের গুটিকা এবং অলঙ্কৃত ইটসমূহ। আশুতোষ মিউজিয়ামটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পাথরের ভাস্কর্য ও ব্রোঞ্জ নির্মিত শিল্প সমাহারের জন্য প্রসিদ্ধ। পুরানো নমুনা হলো ক. দাঁড়ানো পুরুষমূর্তিসহ একটা পাথরের গরাদ এবং খ. ভারি প্যাঁচানো পাগড়িসহ দ্বাররক্ষীর মাথা। এ দুটি ভগ্ন মূর্তিই সংগৃহীত হয়েছে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের কাছে উদয়গিরি হতে এবং এগুলি খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের। উত্তর চব্বিশ পরগনার চন্দ্রকেতুগড় হতে সংগৃহীত বহুবর্ণে চিত্রিত লাল বেলে পাথরের (আনুমানিক দ্বিতীয় শতক) মস্তক ও হস্তপদাদিবিহীন বুদ্ধের ক্ষুদ্র মূর্তিটি বাংলায় প্রাপ্ত সবচেয়ে প্রাচীন মূর্তি। বগুড়ার মহাস্থানগড় হতে

আবিষ্কৃত বেলে পাথরের কার্তিকের মস্তক বিহীন মূর্তি ও পাখির (মোরগ?) মূর্তিটি দ্বিতীয় শতকের বলে মনে হয়। শিল্প শৈলীর বিচারেই এ সময়কাল নির্ধারণ করা হয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কাশীপুরে প্রাপ্ত সূর্যের কালো পাথরের মূর্তি ছয় শতকের বলে বলা হয় যা নন্দনতত্ত্বের নিরিখে এবং ভাস্কর্য-রীতির বিচারে শুণ্ড যুগের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। আশুতোষ মিউজিয়ামের পাথর ও ধাতুনির্মিত বেশির ভাগ ভাস্কর্যই ছিল পাল ও সেন রাজত্বকালের সময়কার। বিহার ও বাংলা থেকে সংগৃহীত এ সকল মূর্তি আনুমানিক আট শতক থেকে বারো

শতকের মধ্যে এ অঞ্চলের পাথুরে শিল্পের বিবর্তনের প্রক্রিয়া প্রদর্শন করে। ১১০৫ খ্রিস্টাব্দের পঞ্চরক্ষা চিত্রলিপিতে বুদ্ধের জীবনের আটটি চিত্র রয়েছে যা সমকালীন পূর্বভারতীয় চিত্রকলার ঐতিহ্যের উন্নত মানের বর্ণনা দেয়। মিউজিয়ামে আরও রয়েছে পশ্চিম ভারত থেকে সংগৃহীত বিখ্যাত জৈন চিত্রকলাসমূহ এবং সতেরো, আঠারো ও উনিশ শতকের রাজস্থান ও হিমালয়ের রাজ্যগুলির যুবরাজদের পৃষ্ঠপোষকতায় অঙ্কিত চিত্রসমূহ। বাংলার আঞ্চলিক ও গ্রামীণ চিত্রকলার ঐতিহ্য নানা ধরনের চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। এ চিত্রাঙ্কনগুলির মধ্যে রয়েছে রঙিন মূর্তি দ্বারা পরিশোধিত গ্রন্থের মলাট, সিকে, পিড়ি, কালীঘাট পটচিত্র, পটের পুতুল ও সোনার পুতুল টেরোকোটোর কাজ।

Seminar

Sports Journalism has changed in the digital era

Pratik Ghosh

Renowned Sports Journalist and Commentator Zafar Ali Khan addressed the students of the Dept. of Journalism and Mass Communication, University of Calcutta on 16th January 2023. Topic was ‘Sports Journalism in the Digital Era’ which was most relevant in this century. He enlightened budding media professionals on different topics centered around Sports Journalism. He shared his experience spanning over 40 years of covering various national and international sports. Mr. Khan was a Sports Journalist and Commentator at Doordarshan. He has covered prominent sports events including the world cups and Olympics. Students of 3rd and 1st Semester of the department of Journalism and Mass Communications at College Street campus along with senior most professor Dr. Soumendranath Bera and Guest lecturer Nazrul Ishlam Sohail were also present on that day.

Mr. Khan said that he is greatly inspired by the ideals of Ramakrishna Paramahansa and Swami Vivekananda. While motivating the students who are going to step into the industry in a few months to come, he quotes the famous slogan of Swami Ji, “Arise awake and stop not until the goal is reached.”

While sharing his experience of covering the recently held FIFA world cup in Qatar, he discussed what are the challenges that a sports journalist has to face while covering international sports. The time difference



Nazrul Islam Sohail, Prof. Dr. SN Bera and speaker Zafar Ali Khan. (From Left)

and language are some of them. He also showed an interview he took with an air hostess 35,000 feet above in the sky to know her views on the ongoing sport. He gave the instance of the former captain of the India women's national cricket team, Mithali Raj by elaborating on an incident when a journalist asked her who is her favourite Male cricketer to which she got angry. Whereas, Mr. Khan in an audio clip he played, where he can be heard asking her the question in such a way that he gets the answer indirectly. Mr. Zafar Ali Khan also emphasized the difference between print and digital media in covering sports news and events. He also highlighted how to write for radio, how to emphasize the spacing between words, and how to pronounce the words correctly, especially the names. He also showed some portions of his radio programs and explained how he edited them with appropriate special effects and commentaries.

‘বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে’



বিভাগের প্রাক্তনী। কমনওয়েলথ ফেলোশিপ পুরস্কার প্রাপক। দেশে ও বিদেশে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। সাংবাদিকতা করেছেন প্রথম শ্রেণীর একাধিক দৈনিকে।
ড. দেবশিশ চক্রবর্তী।

—মুখোমুখি টিম ইউনিক্যাল।

ক্যান্টিন ছিল এক দমকা মুক্ত বাতাসের মতো। কাফকা থেকে পিকাসো, চে থেকে মাও, পুজো থেকে রাজনীতি, কবিতা থেকে খবরের কাগজ-অধ্যাপকহীন স্বাধীন ক্যান্টিন-বিতর্ক যেন ঝড়ের বেগে আমাদের মধ্যে তুফান তুলে দিয়ে যেত। আমাদের অনেকের জীবনের প্রেম কাহিনিই রাখালদার ক্যান্টিন থেকে শুরু হয়ে কফি হাউসে শেষ হয়ে গিয়েছে।

■ শিক্ষক হিসাবে আপনি যাদের পেয়েছেন তাদের সম্পর্কে কিছু যদি বলেন।

▶▶ প্রথমেই বলতে হয় সুধাংশু বসুর কথা। উনি হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের সম্পাদক ছিলেন। পড়াতে আসতেন সুনীত মুখার্জি, ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মত অধ্যাপকরাও। এছাড়া, আমি অন্যান্য বিষয়ের অধ্যাপকদের ক্লাসও করতাম। তাদের মধ্যে ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস্-এর রাখহরি চট্টোপাধ্যায়, নীরদকুমার ভট্টাচার্য (এন কে বি) এবং বাংলা ও ইংরাজির বেশ কিছু অধ্যাপক। আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের একটা আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। আর ক্লাস করতে ইচ্ছা না করলে ছিল রাখাল দার ক্যান্টিন, দল বেঁধে ওখানে হানা দেওয়া হতো। আমাদের একটি নিজস্ব ট্যাবলয়েডে ছিল ‘কাব রিপোর্টার’। আমাদের প্রযুক্তিগত সাহায্যের খামতি ছিল। কিন্তু বিভাগের তৎকালীন প্রধান সুধাংশুবাবু এবং ইউনাইটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া-র বিশিষ্ট সাংবাদিক অজিতকুমার দাশ (একেডি) আমাদের পাশে থেকে সাহায্য করতেন।

■ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবন থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পড়ানো, গবেষণা - এই বিষয়ে কিছু বলুন।

▶▶ এই বিভাগ থেকে পিএইচডি শেষ করে কিছু বছর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে সাংবাদিকতা। বাকি জীবনটা কেটেছে দেশ বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করে। গ্রেট ব্রিটেনে পোস্ট-ডক্টরেট থেকে মধ্যপ্রাচ্যের ওমান, আফ্রিকার ইথিওপিয়া, আসমারায় পড়ানো।

■ এখনকার ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে আপনার কী বার্তা থাকবে?

▶▶ নতুনদের বলার, যে কাজটাই করবে ভালোবেসে চেষ্টা করবে। আমার ইচ্ছা হয়, সাংবাদিকতার ছাত্রছাত্রীদের কাজের জন্য নতুন নতুন সুযোগ তৈরি হোক। বিনিয়োগকারীরা এগিয়ে আসুক। পাশ করার পর কেউ যদি স্টার্ট আপ প্রোজেক্টে হাত লাগাতে পারে, তাকে সাহায্য করুক। দেওয়ালের লিখন থাকবে, মুছেও যাবে কালের নিয়মে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম চিরদিন অক্ষান থাকবে। তোমরাই সেই মশাল বয়ে নিয়ে চলবে।

‘বিশ্ববিদ্যালয় জীবন উপভোগ করো’



বিভাগের প্রাক্তনী। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান। প্রাক্তন ডিন, পোস্ট গ্রাজুয়েট ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল ফর এডুকেশন, জোনালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স। ড. তপতী বসু।

—মুখোমুখি টিম ইউনিক্যাল।

■ সাংবাদিকতা পড়াতে আসতেন, এরকম কোন কোন বিশিষ্ট শিক্ষকদের কথা মনে রয়ে গিয়েছে?

▶▶ সেই সময়ের শিক্ষকদের কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে, সুনীত মুখার্জির কথা। তিনি আমাদের এডভার্টাইজমেন্ট পড়াতেন। পড়াতে আসতেন কবি কৃষ্ণ ধর, সৌরিন ব্যানার্জি, আশুতোষ কলেজের প্রিন্সিপাল নিরোদ ভট্টাচার্য এবং হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড এর স্পোর্টস এডিটর ক্ষীরোদ ভট্টাচার্য প্রমুখ। প্রাক্তন বিচারপতি পশুপতি রঞ্জন মুখার্জির ছেলে এবং অমৃতবাজার পত্রিকার অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর সুনীতবাবুর কাছে আমার পিএইচডি। ‘ঠাকুরদাদা পেয়ারা খায়/দাড়ি নেড়ে দাড়ি নেড়ে/কাঁচা খায় পাকা খায়/ঠাকুরদাদা পেয়ারা খায়।’ এই পুরাতন গানটি মাঝেমধ্যেই তাঁর গলায় শুনতাম। পরবর্তীকালে আমি পড়াতে আসার পর আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে এলেন রবীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্তমান পত্রিকা থেকে তুলসী দত্ত আর আজকাল থেকে অসীম মিত্র, ইউএনআই থেকে ড. মলয় মিত্র। ফটোগ্রাফি পড়াতে আসতেন অলোক গুহ। দ্য হিন্দু থেকে আসতেন শান্তনু সান্যাল, পাবলিক রিলেশন্স পড়াতে আসতেন অশোক মুখার্জি, কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক বিকে সাহু, দেজ মেডিক্যাল থেকে জয় সরকার, দ্য স্টেটসম্যান থেকে আসতেন অরুণা দাস। প্রত্যেকের অফুরান ভালোবাসা আজও যেন গায়ে লেগে আছে।

■ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবন কেমন ছিল?

▶▶ ছেলে ও মেয়েদের আলাদা ক্যান্টিন ছিল। মেয়েরা সেসময়

পড়াশোনার সময়ের মধ্যে, দু’বছরে খুব কম ছেলেদের ক্যান্টিনে যেত। আর মেয়েরা। শুধু শাড়ি পড়েই আসত। আমি শুনেছিলাম আমার ছাত্র জীবনের আগে দ্বারভাঙা বিল্ডিং এর দোতলা ও তিনতলা মিলিয়ে সাংবাদিকতার ক্লাস হত। মূল অফিস ছিল দোতলায়, সঙ্গে একটি ক্লাসরুম। আর তিনতলাতেও একটি ক্লাসরুম। পরবর্তীকালে বিভাগ পরিসরে বাড়ে এবং তিনতলায় সম্পূর্ণ বিভাগ উঠে আসে। আমাদের সময় বিষয়টি ছিল সাংবাদিকতা। ১৯৯৫ সালে ঠিক করা হল, বিষয়টির নাম ‘জোনালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন’ রাখা হবে।

■ এই বিভাগে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন। অসংখ্য অভিজ্ঞতার ভিড় থেকে কিছু যদি উল্লেখ করেন।

▶▶ শিক্ষক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম দিন ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯। প্রবল বৃষ্টি। কমবয়স্ক একটি বিবাহিত মেয়ে কী করে বাড়ি ফিরবে! কবি কৃষ্ণ ধর সন্ধ্যায় নিজে আমার গাড়ি করে বাড়িতে নামিয়ে তবে বাড়ি ফিরেছিলেন। সুনীতবাবুর কাছে আমার গবেষণা। তিনটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমার সময়ে এই বিভাগে হয়েছে। ১) গবেষণার জন্য ইউজিসি থেকে দু’দুবার DSA-সহ COSIST প্রোগ্রামের টাকা আনা ২) ১৯৯৩, ১৯৯৫ ও ২০১২ সালে জোনালিজম কংগ্রেস ৩) বিভাগের নিজস্ব লাইব্রেরি করা ও ভিডিও ক্যামেরা, কম্পিউটার, জেরক্স মেশিন, নতুন আলমারি ইত্যাদি কেনা। বিভাগে ও জন DSA স্কলারশিপও পায়, সেই সময়। প্রথমদিকে, উপাচার্যের ঘরের পর শুধু এই বিভাগেই জেরক্স মেশিন ছিল। বিভিন্ন সময়ে আমাদের বিভাগে এসেছেন এন রাম, নিখিল চক্রবর্তী, হিরন্ময় কারলেকর, এইচ কে দূয়া, বিনয় সেন, বরুণ সেনগুপ্ত, অশোক দাশগুপ্ত প্রমুখ বিশিষ্ট সাংবাদিক। এই যে ন্যাক নিয়ে এত আলোচনা, আমার সময়ে, ২০০২ সালে প্রথম ন্যাক-এর সদস্যরা রাজ্যে প্রথম এলেন কলকাতা, বর্ধমান আর বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। রাজ্যের সব কলেজের অধ্যাপকদের ডাকা হয়েছিল। ন্যাক এর তৎকালীন ডিরেক্টর ডিএন রাজশেখরন পিল্লাই এসেছিলেন। ওয়েবকটুর তৎকালীন সভাপতি অনিল ভট্টাচার্য অনেক সাহায্য করেছিলেন। বই বেরিয়েছিল। মনে পড়েছে, বিভাগের বহু পুরনো অশিক্ষক কর্মী দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পল্লব সেনগুপ্ত, মিশ্রাজি আর মিহির বৈদ্যর সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করার কথা।

■ নতুন প্রজন্মের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য যদি কিছু বলেন।

▶▶ এই বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা বরাবরই আলাদা। ভালো শিক্ষক হওয়ার একটাই গুণ থাকতে হয় সেটা হল, ছেলেমেয়েদের ভালোবাসতে হয়। ভালবাসলে তারাও ভালোবাসা দেয়। বই পড়, কফিহাউস যাও, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনকে চুটিয়ে উপভোগ করো। এই জীবন আর পাবে না।

ফ্রেমবন্দি কিছু মুহূর্ত



ছবি : প্রসূন মণ্ডল



ছবি : সাক্ষী গাঁতাইত

১. দখিনা বাতাসে জল থই থই। মাঝি বেয়ে চলে বৈঠা।
২. পিছল পথে ঘরের পানে। গ্রাম বাংলার এক ছবি।
৩. বর্ণহীন স্বপ্নে, বর্ণময় জীবনে।
৪. ছোট পৃথিবীর নিভন্ত স্বপ্নকে জীবন্ত করার প্রতিতি।
৫. IUCN তালিকাভুক্ত বিরল প্রজাতির কঙ্গো আফ্রিকান গ্রে প্যারট।
৬. পড়ন্ত বিকেলে খরিদারের অপেক্ষায় সময় গোনা।



ছবি : রণদীপ বাগ



কলকাতার ফুলবাগানে ইহুদিদের একমাত্র কবরস্থান। ঠিকানা : ৪৫, নারকেলডাঙা মেইন রোড। ১৭৯৮ সালে বর্তমান সিরিয়ার বাসিন্দা শালম কোহেন কলকাতায় বসবাস শুরু করেছিলেন। ক্রমে ইহুদি বসতি বাড়তে লাগল, গোরস্থানের প্রয়োজন দেখা দিল। কোহেন এক বাড়ালি ভদ্রলোকের থেকে জমিটি কিনেছিলেন। প্রথম কবর দেওয়া হয় ১৮১২ সালে, হাছাম মসেসকে। ছবি : সৌভিক দে



ছবি : অমিত কুমার মহলী



ছবি : নীলিমা গুহ



ছবি : রাহুল ব্যানার্জি



ইউনিক্যাল

UNICAL

ফেব্রুয়ারি, ২০২৩



Neeraj Chopra- Silver Medal Winner in 2022 World Athletics Championships.

PV Sindhu- the only Indian in 2022 among World's highest paid female athletes.

Shefali Verma, Hrishita Basu and Titas Sadhu- Daughters from Bengal in India's U-19 T20 World Cup 2023 winning squad.

History been created by queens in Qatar



Jui Mitra

History has been created in Qatar, for the first time in the 92-year of the history Women referees officiated at the men's football World Cup, along with three female assistant referees.

Stephanie Frappart, Yamashita Yoshimi and Salima Mukansanga are among the 36 referees selected for the tournament. They had been joined by Neuza Back of Brazil, Mexico's Karen Diaz Medina and American Kathryn Nesbitt who headed to the World Cup as three of 69 assistant referees.

Stephanie Frappart became the first woman in history to officiate a men's World Cup match on 1st December 2022 in the Germany vs Costa Rica match. Brazil's Neuza Back and Mexican Karen Diaz Medina were the other women officials as assistant referees who had been designated for the same fixture. Stephanie Frappart has been on the FIFA International Referees List since 2009. She was the first woman to officiate a UEFA Champions League match in 2020. Japanese referee Yamashita Yomishi had appeared at a second consecutive World Cup after officiating the

2019 Women's World Cup in France. She also refereed at the 2020 Summer Olympics. She made her FIFA World Cup debut as Fourth Official in the Group F match against Belgium against Canada. In 2022, Yamashita became the first female referee to officiate a game in both the men's AFC Champions League and the J1 League. Rwandan referee Salima Mukansanga has been officiating for FIFA since 2012. She was an official at the 2019 FIFA Women's World Cup in France.

FIFA World Cup 2022

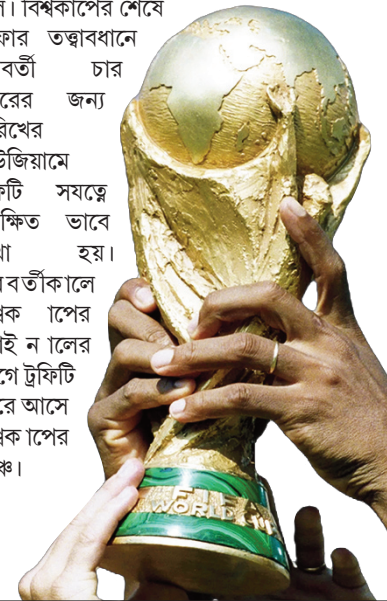
এখন একটি প্রশ্ন উঠে মারতেই পারে আপনাদের মনে- “বিশ্বকাপ কী নিখাদ সোনা?” তাহলে জানতে হবে সারা বিশ্বে যত ফুটবল টুর্নামেন্ট হয় তার মধ্যে সবচেয়ে দামি টুর্নামেন্ট হল বিশ্বকাপ। ১৯৭৪ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বকাপ হিসাবে যে ট্রফিটি আমরা দেখতে পাই, তার উচ্চতা ৩৬.৪ সেমি এবং ১২.৫ সেমি চওড়া, এই বিশ্বকাপ ট্রফির ওজন ৬.১৭৫ কেজি। ১৮ ক্যারেট সোনা দিয়ে তৈরি এই ট্রফি, অর্থাৎ এতে রয়েছে ৪,৯২৭ গ্রাম খাঁটি সোনা। বেসে সবুজ ম্যালাকাইট দিয়ে ডিজাইন করা। এটি ফাঁপা। বর্তমান ভারতীয় মুদ্রায় এর মূল্য ১৪৪ কোটি টাকা প্রায়। ১৯৭১ সালে ইতালির শিল্পী ‘সিলভিও গজ্জানিগা’ এই বিশ্বকাপের ডিজাইন তৈরি করেছিলেন। ফিফার তরফ থেকে জানা গিয়েছে, ট্রফিটিতে বিজোতা দলের নাম খোদাই করার জায়গা ২০৩৪-এর

কাপ তুমি কার!

শিল্পা নাথ

২০২২ কাতার বিশ্বকাপ ঘরে নিয়ে গেল মারাদোনার দল আর্জেন্টিনা। মেসির হাতে সোনার কাপ এটাই বোধহয় শেষপর্যন্ত দেখতে চেয়েছিল আপামর বিশ্বের কোটি কোটি দর্শক। সোনার কাপের সাথে মেসি পেয়েছেন সোনার বলও। সোনার গ্লাভস পেয়েছেন আর্জেন্টিনার গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। ফ্রান্সের এমবাপেও কিছু কম যাননা, ফাইনাল ম্যাচের অসাধারণ পারফরমেন্সের দৌলতে জিতে নিয়েছেন সোনার বুট। কিন্তু আমরা কি জানি, বর্তমান বিশ্বকাপের মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৪৪ কোটি টাকা! এই কাপটির আয় ১৯৭৪ থেকে ২০৩৪ সাল পর্যন্ত বলে মনে করা হচ্ছে। ২০৩৮-এর বিশ্বকাপে সম্ভবত আমরা দেখতে চলেছি নতুন বিশ্বকাপ ট্রফি।

বিশ্বকাপ পর্যন্ত সীমিত। তাই ২০৩৮-এর বিশ্বকাপে এক নতুন বিশ্বকাপ ট্রফি দেখতে পাওয়ার আশায় থাকবে সারাবিশ্ব। এর আগে, ১৯৩০ সালে প্রথম বিশ্বকাপ বিজয়ী দল উরুগুয়েকে যে ট্রফিটি দেওয়া হয়েছিল, সেটি মূলত ‘ভিক্টরি ট্রফি’ এবং সাধারণত বিশ্বকাপ নামেই বেশি পরিচিত ছিল। যার ডিজাইন তৈরি করেছিলেন ‘ভাস্কর আবেল লাল্লু’ নামে এক ফরাসি শিল্পী। ১৯৪৬ সালে প্রথম টুর্নামেন্ট আয়োজনকারী ফিফা সভাপতি জুলেস রিমিট-এর নামানুসারে পরবর্তীকালে এই কাপটির নামকরণ করা হয় ‘জুলেস রিমিট ট্রফি’। ১৯৭০ সালের বিশ্বকাপে ব্রাজিল তৃতীয়বার জয়ী হলে এটি ব্রাজিলকে সম্পূর্ণভাবে দিয়ে দেওয়া হয়। বিশ্বকাপ ফাইনালের পর বিজয়ীদের নাম ট্রফির বেসে খোদাই করা হলেও তারা ট্রফিটি নিজেদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন না। পরবর্তীতে তাদের দেওয়া হয় বিশ্বকাপের রেল্লিকা ট্রফি যা তৈরি হয় ব্রোঞ্জ দিয়ে, তার ওপর করা থাকে সোনার জল। বিশ্বকাপের শেষে ফিফার তত্ত্বাবধানে পরবর্তী চার বছরের জন্য জুরিখের মিউজিয়ামে ট্রফিটি সযত্নে সুরক্ষিত ভাবে রাখা হয়। পরবর্তীকালে বিশ্বকাপের ফাইনালের আগে ট্রফিটি ফিফে আসে বিশ্বকাপের মধ্যে।



গবেষণা, চাকরি নজরকাড়া সাফল্য পিএইচডি-তে ভর্তি ৫

সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন হল এমন একটি বিষয়, ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সবসময় দুটি পথের সম্মান দেয়। একদিকে গবেষণা, অন্যদিকে মিডিয়ার জগতে প্রবেশ। গত কয়েক বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিভাগ সাফল্যের নজির গড়ে চলেছে। ২০২২ সালে পিএইচডি করার সুযোগ পেয়েছে সৌরভ দে, অয়ন হালদার,

সাংবাদিকতা বিভাগ

অনিকেত বর্ধন, অর্পণ চন্দ এবং অভিজিৎ চৌধুরী। এদের প্রথম চারজনই বিভাগের প্রাক্তনী এবং বিভিন্ন বছরে নেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। আবার নিউজ-১৮, টিভি নাইন, কলকাতা টিভি, ইটিভি ভারত ইত্যাদি মিডিয়া হাউজেও চাকরি পেয়েছে অনেকে। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরে কোভিডের সময়ে টেলিকলার হিসেবে অনেকেই অস্থায়ী চাকরি করেছেন। ২০১৯, ২০২০, ২০২১ এবং ২০২২-এ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছে দেবারতি মুখার্জি, রাজেশ্বরী দাস, সৃষ্টি ঘোষ এবং শ্রেয়া মণ্ডল। তৃতীয় সেমিস্টার পড়তে পড়তে ২০২২-এ নেট পেয়েছে মিজানুর রহমান ও জুই মিত্র। ২০২০ তে সাত্যকি কর্মকার, ২০২২-এ শেখ সাহিরুদ্দিন, বিভাগের দুই প্রাক্তনীও নেট পরীক্ষায় পাস করেছে। অন্যদিকে ইনশর্ট, এবিপি আনন্দ, এনডিটিভি, ইটি নাউ-সহ ফিল্ম তৈরির কাজে বিভাগের বহু ছেলেমেয়ে যুক্ত হয়েছে।

২ বার এশিয়াজয়ী, ৪ বার ভারতসেরা বিশ্ববিদ্যালয় দাবা টিম

জয়ন্ত কুমার সরকার



মালয়েশিয়ার ক্রীড়ামন্ত্রীর হাত থেকে সেরার সেরা শিরোপার ট্রফি নিচ্ছেন আমাদেরই বাংলার এক ক্রীড়াদলের ছেলেমেয়েরা আর তাঁদের ম্যানেজার। আর পেছনে তখন পতপত করে উড়ছে আমাদেরই বাংলার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা। এ দৃশ্য দেখার জন্য সম্ভব হলে, সত্যি মাইলের পর মাইল উড়ে যাওয়া যায়। কিশা বসে থাকা যায় টিভির পর্দায় চোখ আটকে। বিশ্ববিদ্যালয়টি, অবশ্যই আমাদের গর্বের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ম্যানেজার, পেমা লামা আর ক্রীড়ামন্ত্রী মালয়েশিয়ার খাইরি জামালউদ্দিন। সালটা ২০১৭, দ্বিতীয়বার এশিয়া চ্যাম্পিয়ান হয়ে ফিরল সোনার কাপের দল। এর আগে ২০০৯ তেও এশিয়া চ্যাম্পিয়ান, এই বিশ্ববিদ্যালয়। আর, ২০০৫-০৬, ২০০৯-১০, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ তে দেশের সেরা। কিং, কুইন, ক্যাসলিং, স্টেলমেট, গামবিট, নাইট, কিস্তি, চেক। ৬৪ খোপের দুই রাজার নীরব লড়াই। এক রাজাকে কোণঠাসা করতে আর মগজাঙ্কের ধার যাচাই-এর লড়াইতে গত কয়েক দশক ধরে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে অন্যতম উজ্জ্বল মুখ কলিকাতা। শুধু



২০০৯ এশিয়া জয়ের শংসাপত্র।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী, বর্তমানে গ্রান্ডমাস্টার দীপ সেনগুপ্ত ও দীপ্তায়ন ঘোষ এবং ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার সৌমক পালিত, সায়ন্তন দাশ, উৎসব চ্যাটার্জি।

গবেষণা নয়, সাদা কালোর ঘরের খেলাতেও বিপক্ষ দলকে পরাস্ত করে বিশ্ববিদ্যালয় তার নিজের গরিমা স্পষ্ট করে চলেছে বহু বছর ধরে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবার টিমের অনেক প্রতিনিধি পরবর্তীকালে পেশাদার দাবাড়ু হিসেবেও লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা। অনেকেই আজ গ্র্যান্ড

মাস্টার, ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার।

প্রথমে ২০০৯। তারপর ২০১৭। বিশেষ করে ২০১৭, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই দিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসেই নিজের মুকুটে নতুন পালকটি দ্বিতীয়বার যুক্ত হয়েছিল। মালয়েশিয়ার রাজধানী কোয়ালালামপুরে ২১ তম গ্র্যান্ড এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফ্রেন্ড চ্যাম্পিয়নশিপে বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবার টিম সেরা সম্মান লাভ করে। এশিয়ার ১২ দেশের এই প্রতিযোগিতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন গ্র্যান্ড মাস্টার দীপ্তায়ন ঘোষ, আন্তর্জাতিক মাস্টার সায়ন্তন দাস, দেবর্ষি মুখোপাধ্যায়, সায়ন বসু, সুমিত কুমার ও সঞ্চারী চক্রবর্তী। অন্যদিকে, ২০০৫-০৬ তে তামিলনাড়ুতে, ২০০৯-১০ এ কলকাতায় এবং ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ তে দেশের সেরার মুকুট নিয়ে এসেছে কলিকাতা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সূর্যশেখর গাঙ্গুলি যে বছর গ্র্যান্ড মাস্টার হন, সে বছর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দাবা নিয়ে উৎসাহের জোয়ার। কিন্তু তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে সারা ভারতে দক্ষিণ ভারতেরই দাপট অব্যাহত। একই সঙ্গে সন্দীপন চন্দ, শঙ্কর রায়, রক্তিম বন্দোপাধ্যায়, অতনু লাহিড়ির মতো এক ঝাঁক উঠতি তরুণ তুর্কি বাংলার দাবাকে তখন উজ্জীবিত করছেন। এই সময়েই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্য প্রতিযোগিতা থেকে বাছাই করে বিভিন্ন কলেজে দাবাড়ুদের ভর্তি করানোর দিকে জোর দিতে শুরু করে। তৎকালীন রাজ্য দাবার সম্পাদক উদয়ন কান্তি ঘোষ এ বিষয়ে

যথেষ্ট সাহায্য করেন। কিন্তু তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবা দলের আলাদা কোচ ছিল না। ২০০৩ এ দায়িত্ব নিলেন দেবাশিস মুখার্জি। ২০০৪ থেকে প্রচেষ্টার প্রথম ফল মিলল ২০০৫-০৬ এ, দেশের সেরা হয়ে। এরপর ২০০৬-০৭ এ চতুর্থ, ২০০৮ এ মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বভারতীয় স্তরে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এলো কলিকাতা। তখন ছেলে-মেয়েদের সম্মিলিতভাবে একটাই টিম হতো। দ্বিতীয়বার কাল্পিত জয় এলো ২০০৮ এ। আর সে বছরই মালয়েশিয়ার কোয়ালালামপুরে এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয় দাবায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজয়ের শিরোপা অর্জন করল। জয়দীপ দত্ত, সৌম্য ঠাকুরতা, শংকর মজুমদার, এম.কে. চন্দ্রশেখর, শ্রীয়া ভট্টাচার্যকে নিয়ে গঠিত টিম দেশের মুখ উজ্জ্বল করে সোনার সন্তান হয়ে বাংলার ঘরে ফিরল। দীপ সেনগুপ্ত, সৌমক পালিত, জয়দীপ দত্ত, শঙ্কর মজুমদার, সৌম্য ব্যানার্জী, এম কে চন্দ্রশেখর, দেবর্ষি মুখার্জি, সায়ন্তন দাস, সুমিত কুমার, দীপ্তায়ন ঘোষরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবার সুদৃষ্টি স্ব-স্ব ক্ষেত্রে লক্ষ্য প্রতিষ্ঠা। উৎসব চ্যাটার্জি, অনুষ্টিপ বিশ্বাসের মতো আরও এক ঝাঁক তরুণ অপেক্ষা করছে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য। নিভুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্বগুহে তৈরি হচ্ছে একের পর এক সম্ভাবনাময় দাবাড়ু।

লেখক ২০০৬ থেকে ২০২২, প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয়ী দলের কোচ।
তথ্যস্বর্ণঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই স্পোর্টস অফিসার-ডঃ আমিনুল হক (বর্তমান) এবং ডঃ সুদর্শন বিশ্বাস (প্রাক্তন)।